NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ আবারও আন্তর্জাতিক জঙ্গি কার্যকলাপে রক্তাক্ত হল ভূস্বর্গ

শিকড়ের সাথে জোড়া আবেগঘন গল্প নিয়ে তৈরি ছবি পুরাতন ৮

কলকাতা ২৫ এপ্রিল ২০২৫ ১১ বৈশাখ ১৪৩২ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩১৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.4.2025, Vol.18, Issue No. 313 8 Pages, Price 3.00

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের দায় এড়াল লস্করের সইফুল্লাও

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: গোয়েন্দা সূত্রে অনুমান, মঙ্গলবার পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার মূল চক্রী ছিলেন সইফুল্লা খালিদ ওরফে সইফুল্লা কাসুরি। তাঁর নির্দেশেই পাঁচ-ছয় জন জঙ্গি মঙ্গলবার দুপুরে পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকায় নির্বিচারে গুলি চালায়। অন্তত এমনটাই মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু সব জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে এ বার হামলার দায় এড়ালেন খোদ সইফুল্লা। বলেন, 'সব ভারতের নাটক!' মঙ্গলবার দুপুরের ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও অনেকে। ইতিমধ্যেই হামলার ঘটনার দায় নিয়েছে 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)। ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক অস্থির পরিস্থিতির আবহে জন্ম হয়েছিল এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর। সে সময় পাক জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-এ-তইবার 'ছায়া সংগঠন' হিসাবে উঠে আসে টিআরএফ। আর সইফুল্লা লশকরের অন্যতম প্রধান। তাই টিআরএফ হামলা চালালেও পুরো পরিকল্পনাই করেছিলেন সইফুল্লা, এমনই মনে করা হচ্ছিল গোয়েন্দা সূত্রে। কিন্তু সে সব জল্পনা উড়িয়ে দিলেন সইফুল্লা নিজেই। জানালেন, পহেলগাঁওয়ে হামলায় কোনও ভূমিকাই ছিল না তাঁর।

নিন্দা প্রস্তাব কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: পহেলগাঁও হামলা নিয়ে প্রস্তাব পাশ করে নৃশংস জঙ্গি হামলার নিন্দা করল দেশের প্রধান বিরোধী দল। পহেলগাঁওয়ে যে বেছে বেছে হিন্দুদের মারা হয়েছে, সেটা মেনে নেওয়া হয়েছে কংগ্রেসের প্রস্তাবে। তবে একই সঙ্গে নিরাপত্তা নিয়ে মোদি সরকারকেও তোপ দেগেছে হাত শিবির। এদিন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকের শুরুতেই পহেলগাঁওয়ে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে। পরে সর্বসম্মতিক্রমে নিন্দা প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে। ওই প্রস্তাবে কংগ্রেসের বক্তব্য, 'পহেলগাঁওয়ের এই নিন্দনীয় ঘটনা কাপুরুষোচিত, এবং পূর্বপরিকল্পিত। এটা পাকিস্তানের মস্তিস্কপ্রসূত সন্ত্রাস।' প্রস্তাবে সাফ বলা হয়েছে, 'এভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে হিন্দুদের বেছে বেছে মারার উদ্দেশ্য দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করা।'

মাধ্যমিকের রেজাল্ট ২ মে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথমে সম্ভাবনা থাকলেও বদলে গেল দিন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়ে দিল, ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ২ মে বৃহস্পতিবার। এর আগে মনে করা হচ্ছিল, ৩০ এপ্রিল ফল প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু সেদিন দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের কথা থাকায়, প্রশাসনিক কারণে ফলপ্রকাশ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পর্ষদ।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

সুখবর হাওয়া অফিসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বস্তির বার্তা উত্তরের জন্য। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। তবে মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপমাত্রা বাড়বে। শনিবার থেকে পশ্চিমের বেশ কিছু জেলায় ঝড় বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার থেকে মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে।

'জঙ্গিদের কল্পনাতীত শাস্তি দেওয়া হবে'

মধুবনীর সভা থেকে হুঙ্কার মোদির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাটনা, ২৪ এপ্রিল: বিহারের মধুবনীতে এক সরকারি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফের একবার সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিলেন। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মরণ করে মোদি বলেন, 'ভারতের আত্মার উপর হামলা করা হয়েছে। আমরা কল্পনাতীত শাস্তি দেব সন্ত্রাসীদের এবং তাদের সহযোগীদের।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'সন্ত্রাসবাদ কোনওভাবেই বিচার থেকে বাঁচতে পারবে না। ভারত প্রতিটি সন্ত্রাসবাদীকে খুঁজে বের করবে, তাদের চিহ্নিত করবে এবং শাস্তি দেবে।'

সভার শুরুতেই পহেলগাঁওয়ে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে নীরবতা পালন করেন তিনি। তারপরই প্রধানমন্ত্রীর মুখে কড়া বার্তা শোনা যায়। মোদি বলেন, 'এই হামলা শুধু ওই পর্যটকদের উপর হামলা নয়। ভারতের আত্মায় আঘাত করার দুঃসাহস দেখিয়েছে জঙ্গিরা। এমন শাস্তি দেব যে ওরা কল্পনাও করতে পারবে না।'

মধুবনীর সভায় প্রথম থেকেই হিন্দিতেই বলছিলেন মোদি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এরপরই তিনি ইংরাজিতে বলা শুরু করেন। উদ্দেশ্য, গোটা বিশ্বকে বার্তা দেওয়া। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বের যে প্রান্তেই লুকিয়ে থাক জঙ্গিরা, তাঁদের খুঁজে বের করে মারবে ভারত। যারা সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিচ্ছে, বা আড়াল থেকে মদত দিচ্ছে তারাও ছাড় পাবে না। ওদের যেটুকু জমি বাকি আছে, সেটুকুও গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।'

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অনমনীয় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে মোদি বলেন, '১৪০ কোটি ভারতীয়ের ইচ্ছাশক্তি সন্ত্রাসবাদীদের কোমর ভাঙবে।' এদিনের অনুষ্ঠানে মোদি নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, 'আমরা সবাই শোকগ্রস্ত। নিহতদের পরিবারে যাদের স্বজন হারিয়েছে, তাদের পাশে রয়েছে গোটা দেশ। ভারতের প্রতিটি প্রান্তে একযোগে শোক ও রাগের অনুভূতি মিশে গিয়েছে।'

এদিনের এই শক্তিশালী বার্তা, ভারতের প্রতিরক্ষার অনমনীয় অঙ্গীকার এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী নীতি বিশ্বমঞ্চে আরও একবার স্পষ্ট করে দিল।

প্রধানমন্ত্রীর ইশারাতেই স্পষ্ট, পহেলগাঁওয়ে হামলাকারী এবং তাঁদের মদতদাতাদের খুঁজতে আগামী দিনে বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে নয়াদিল্লি।

পহেলগাঁওয়ে হামলা নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের আগে সর্বদলীয় বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: সর্বদল বৈঠকের আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাষ্ট্রপতি ভবনে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। সেখানে কী নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে শাহ বা জয়শঙ্করও মুখ খোলেননি। তবে প্রশাসনের একটা সূত্র মনে করছে, সর্বদল বৈঠকে বড় কোনও সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করতে পারে নরেন্দ্র মোদি সরকার। সেই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে শাহ এবং জয়শঙ্কর কথা বলেন বলে খবর।

পহেলগাঁও হামলার পরে বৃহস্পতিবার সর্বদল বৈঠকের ডাক দেয় মোদি সরকার। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস এই সর্বদল বৈঠক ডাকার দাবি তুলেছিল। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে জানিয়েছিলেন, এই পহেলগাঁও কাণ্ড নিয়ে রাজনীতি করার পক্ষপাতী তাঁরা নন। হামলার পরে শাহের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে বলেও জানান তিনি। তখনই তিনি বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের উচিত সর্বদল বৈঠক ডেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা।' খাড়গের ওই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরে সর্বদল বৈঠকের ডাক দেয় মোদি সরকার। এই বৈঠকে কী সিদ্ধান্ত হয়, আপাতত সে দিকেই নজর গোটা দেশের।

কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহত সেনা ও নাগরিকদের শ্রদ্ধা জানিয়ে ২ মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে দিল্লিতে সর্বদলীয় বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ নেতৃত্ব-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে আলোচনার সম্ভাব্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ১. জঙ্গি দমন অভিযান উপত্যকাজুড়ে সেনার চলমান তল্লাশি অভিযানে কীভাবে আরও গতি আনা যায়। ২. সীমান্ত নিরাপত্তা পাকিস্তান সীমান্তে নজরদারি আরও কঠোর করা, যাতে অনুপ্রবেশ রোধ করা যায়। ৩. কূটনৈতিক প্রতিরোধ পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিচার, যেমন;সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত, ভিসা বাতিল ও সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ। ৪. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আরও সমন্বয় বাড়িয়ে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ও সক্রিয়তা ঠেকানো। ৫. আন্তর্জাতিক স্তরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চাপ লস্কর-ই-তইবা ও আইএসআইয়ের জড়িত থাকার প্রমাণ আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরা।

সরকারি সূত্রে খবর, হামলার পর সেনা প্রায় দেড় হাজার সন্দেহভাজনকে আটক করেছে এবং চলছে দফায় দফায় জেরা। হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই-তইবার একটি ছায়া সংগঠন, যার পেছনে পাকিস্তান সেনা ও আইএসআইয়ের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে বলেও অভিযোগ করা হচ্ছে।

এর আগে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের সময় সর্বদলীয় বৈঠক না হওয়ায় কেন্দ্রের সমালোচনা হয়েছিল। তবে এবার মোদি সরকার রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে কড়া বার্তা দিতে চাইছে; জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

২০ দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: কাশ্মীরে হত্যালীলার ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসে ভারত। আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের নিয়ে বৃহস্পতিবার ওই বৈঠকে বসে বিদেশ মন্ত্রক। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চিনের কূটনীতিকও। ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপড়েন থাকা কানাডার প্রতিনিধিও বিদেশ মন্ত্রকের আমন্ত্রণে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আধিকারিক সূত্রে খবর, অন্তত ২০টি দেশের কূটনীতিকেরা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

'জল বন্ধ হলে যুদ্ধ হিসাবে দেখা হবে'

স্থগিত হতে পারে শিমলা চুক্তি-সহ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিও

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত হওয়া নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ ইসলামাবাদের। তারা জানিয়েছে, পাকিস্তানের দিকে জলপ্রবাহে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হলে সেটিকে যুদ্ধ হিসাবে দেখা হবে। শিমলা চুক্তি-সহ ভারতের সঙ্গে সব দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্থগিত রাখা হতে পারে বলেও জানিয়েছে পাকিস্তান। একই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যও বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স অনুসারে, পাকিস্তান জানিয়েছে তারা ভারতের সঙ্গে সব ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বন্ধ করে দিচ্ছে। ভারতকে তৃতীয় কোনও দেশে বাণিজ্যের জন্যও তারা নিজেদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না। বস্তুত, বুধবার রাতেই ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সিন্ধু জলচুক্তি আপাতত স্থগিত রাখছে ভারত। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ না-করা পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বজায় থাকবে। ভারতের এই সিদ্ধান্তে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে পাকিস্তান। রয়টার্স অনুসারে, সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে নয়াদিল্লির সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ইসলামাবাদ। শুধু তা-ই নয়, নিজেদের আকাশসীমাও ভারতকে আর ব্যবহার করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। প্রতিটি ভারতীয় উড়ান সংস্থার জন্য এই নিয়ম কার্যকর থাকবে বলে জানিয়েছে তারা। ইসলামাবাদে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলা জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির বৈঠক শেষ হতেই বিবৃতি প্রকাশ করেছে শাহবাজ শরিফের সরকার। বুধবার রাতে সাংবাদিক বৈঠক করে ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি জানিয়েছিলেন, নয়াদিল্লিতে পাকিস্তানি হাইকমিশনে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আধিকারিকদের 'অবাঞ্ছিত' হিসাবে ঘোষণা করেছে নয়াদিল্লি। এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের ভারত ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই সময়েই তিনি জানান, ইসলামবাদেও ভারতীয় হাইকমিশন থেকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আধিকারিকদের ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়াদিল্লি। উভয় দেশেই দূতাবাসের আধিকারিক সংখ্যাও ৩০-এ নামিয়ে আনা হবে বলেও জানিয়েছিলেন মিশ্রি।

বস্তুত, বৃহস্পতিবার বিকেলে ইসলামাবাদ থেকে আবার সেই ঘোষণাই করা হয়েছে। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ইসলামাবাদে ভারতীয় দূতাবাসে থাকা প্রতিরক্ষা আধিকারিকদের পাকিস্তান ছাড়ার জন্য বলেছে শাহবাজ প্রশাসন। দূতাবাসে কূটনীতিকের সংখ্যাও ৩০-এ নামিয়ে আনার কথা বলেছে তারা।

পাকিস্তান আরও জানিয়েছে, এখন থেকে তারাও ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ করে দিচ্ছে। যে ভারতীয়েরা ওয়াঘা সীমান্ত হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে পাকিস্তান থেকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তারা। ভারতীয়দের জন্য 'সার্ক' ভিসা বাতিল করার কথাও ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। 'সার্ক' ভিসায় যে ভারতীয়েরা পাকিস্তানে রয়েছেন, তাঁদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তান ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, বুধবার রাতে সীমান্ত বন্ধ এবং ভিসা বাতিল সংক্রান্ত একই নির্দেশ দিয়েছে ভারতও।

সন্ত্রাসের ছায়ায় আরব সাগরে শক্তিপ্রদর্শন ভারতীয় নৌবাহিনীর

সুরাত, ২৪ এপ্রিল: কাশ্মীর উপত্যকার পহেলগাঁওয়ে রক্তাক্ত হামলার আবহেই আরব সাগরে নজিরবিহীন নৌশক্তি প্রদর্শন করল ভারত। বৃহস্পতিবার ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সুরাত থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হল অত্যাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র। প্রতিরক্ষা মহলের মতে, সীমান্তে নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ শুধু কৌশলগত বার্তা নয়, 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানেরও বলিষ্ঠ প্রকাশ। সাম্প্রতিক সময়ে জম্মু-কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় প্রাণ গিয়েছে ২৬ জন পর্যটকের, যাঁদের অনেকে পহেলগাঁওয়ে বেড়াতে এসে বুলেটবিদ্ধ হয়েছেন। গোটা উপত্যকা এখন শোকস্তব্ধ। গোয়েন্দা সূত্রে ইঙ্গিত, পাকিস্তান আশ্রিত লস্কর-এ-তইবা এই হামলার মূল চক্রী। এই পরিপ্রেক্ষিতে নয়াদিল্লি যে কূটনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা স্তরে তৎপর, তারই একটি দৃষ্টান্ত বৃহস্পতিবারের এই সমুদ্র মহড়া।

নৌবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ ভারতের উপকূল এবং সামুদ্রিক পরিসরে আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে বহুগুণে বাড়াবে। যুদ্ধজাহাজের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্র ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রমাণ করে দিয়েছে এই সফল উৎক্ষেপণ। প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, এটি শুধুই এক মহড়া নয়; বরং বৈশ্বিক শক্তিগুলিকে একটি স্পষ্ট বার্তা, যে সন্ত্রাসের জবাব দিতে ভারত সদা প্রস্তুত। সাগরের গভীরতায় ভারতের শক্তির জানান যেন পৌঁছে দিল আন্তর্জাতিক জলসীমাতেও।

তল্লাশি অভিযানের মধ্যেই উধমপুরে শহিদ নদিয়ার ঝন্টু

উধমপুর, ২৪ এপ্রিল: কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পর যখন উপত্যকার নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে, ঠিক তখনই ফের রক্তাক্ত হল জম্মু-কাশ্মীর। বৃহস্পতিবার সকালে জম্মুর উধমপুর জেলার দুদু-বসন্তগড় অঞ্চলে সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে শহিদ হলেন নদিয়ার বাসিন্দা ঝন্টু আলি শেখ। ভারতীয় সেনার ৬ প্যারা স্পেশাল ফোর্সের এই সদস্য তেহট্ট ব্লকের পাথরঘাটা গ্রামের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, উধমপুরে তল্লাশির সময় সেনার উপর আচমকাই গুলি চালায় জঙ্গিরা। পাল্টা প্রতিরোধ করে ভারতীয় সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। দু'পক্ষের গুলির লড়াই চলাকালীন শহিদ হন ঝন্টু। ঘটনাস্থলে আরও দুই জওয়ান আহত হয়েছেন বলে সূত্রের খবর। তাঁর বীরত্বকে সম্মান জানিয়ে সেনার হোয়াইট নাইট কোর-এর তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়; 'দায়িত্বপালনে অটল থেকেছেন তিনি, তাঁর সাহস চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।' এই ঘটনার পর গোটা উধমপুর, রাজৌরি, পুঞ্চ, মুঘল রোডে নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে। জঙ্গিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। অন্যদিকে, শহিদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি লেখেন, 'কাশ্মীরে লড়াইয়ে শহিদ হলেন আমাদের কৃষ্ণনগর লোকসভার ঝন্টু আলি শেখ। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন।' এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিহত ওই জওয়ানের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। সবরকমভাবে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

পাকিস্তানে আটক হুগলির বাসিন্দা বিএসএফ জওয়ান

ফেরাতে রাজি নয় পাক রেঞ্জার্স

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল: কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার আবহেই নতুন করে ভারত-পাক সীমান্তে অস্বস্তি। পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার জালোকে দোনা সীমান্তচৌকিতে কর্তব্যরত পশ্চিমবঙ্গের হুগলির বাসিন্দা বিএসএফ জওয়ান পিকে সিংহ ভুল করে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে ঢুকে পড়লে তাঁকে আটক করে পাক রেঞ্জার্স। ঘটনার পরপরই ভারত ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের মাধ্যমে জওয়ানকে ফেরানোর জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে। কিন্তু পাক রেঞ্জার্স আপাতত তাঁকে ফেরাতে রাজি নয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় জালোকে দোনায় জিরো লাইনে টহলদারি চলাকালীন সীমান্তরেখা অতিক্রম করে ফেলেন পিকে সিংহ। এরপরই তাঁকে পাক রেঞ্জার্স ধরে ফেলে। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ছবিতে দেখা গিয়েছে, ধৃত জওয়ানের হাতে রয়েছে একে-৪৭ রাইফেল ও জলভর্তি বোতল। এই ছবি নিয়েও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। বুধবার রাতেই দু'দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে এক দফা ফ্ল্যাগ মিটিং হয়। বৃহস্পতিবার ফের আলোচনায় বসার কথা থাকলেও পাক রেঞ্জার্স তাতে অংশ নিতে চায়নি বলেই সূত্রের খবর। ভারতের তরফে কড়া সুরে জানানো হয়েছে, জওয়ানকে নিরাপদে ও অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদিও এই বিষয়ে পাক সেনার তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। কাশ্মীরের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে সীমান্তে এমন ঘটনায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৩৯১ নং এফিডেভিট বলে Abdul Jalil Mallik S/o. Aziz Mallik ও Abdul Jolil Mallick S/o. A. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫৩৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Basudev Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mahesh Chandra Das ও M. Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে Abbas Uddin Mondal S/o. Abdur Rob Mondal ও Abbasuddin Mondal S/o. A. R. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৪/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৩২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Manna (old name) S/o. Sukdeb Manna R/o. Harishnagar, Singur, Hooghly-712409, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sanjay Kumar Manna (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sanjay Manna & Sanjay Kumar Manna S/o. Sukdeb Manna উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

After accepting Islam on & from 28/03/2024 & getting married with Md. Tajuddin on 28/04/2024, I, Sumali Ghatak known everywhere as Sonali Khatun. I, Sonali Khatun & Sumali Ghatak, W/o. Md. Tajuddin is the same self & one identical person vide affidavit no. 3196, dt. 24/04/2025 sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court.

নাম-পদবী

আমি Tapan Sarkar Lt. Debendra Sarkar সাং- নাইকুড়া খালপাড়, পোঃ- আসাননগর, থানা- ভীমপুর, জেলা-নদীয়া, পিন- ৭৪১১৬১ গত ২৪/০৪/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী) এর ৬১৮১ নং এফিডেভিট বলে আমার পিতা Debendra Sarkar S/O- Lt. Gour Gopal Sarkar, Debnath Sarkar S/O- Gourpada Sarkar এবং Debendra Nath Sarkar S/O- Lt. Gour Gopal Sarkar একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন। (দলিল নং- ৯৬৭৪/২০১৫, এল. আর. খতিয়ান নং- ১২৬৭)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি ঝর্ণা রায় স্বামী মৃত সুব্রত রায়, এম. এম. ঘোষ লেন, কৃষ্ণনগর পাত্রবাজারে কল্পনা দাস স্বামী- প্রফুল্ল কুমার দাস এর বাড়িতে ভাড়া আছেন। ৩১/০৭/২০২৫ পর্যন্ত এগ্রিমেন্ট থাকা সত্বেও ওনার বর্তমান দেখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অমিতাভ দাস ভাড়া নিতে আসছেন না এবং ওনার ঠিকানা জানা না থাকার জন্য আমার মক্কেল ভাড়া পাঠাতে পারছেন না।

সুমন কুমার মুখোপাধ্যায়, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জজ কোর্ট

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫ শে এপ্রিল। ১১ ই বৈশাখ। শুক্রবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ আদ্যাস্তত্র পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

CHANGE OF NAME

I, SUNNY KUMAR ARORA, S/o Sunil Kumar Arora residing at 76/1, Golaghata Road, Kolkata - 700048 have changed my name and shall henceforth be known as Sunny Arora as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata vide affidavit no. - 4843, dated : 19.04.2025. Sunny Kumar Arora and SUNNY ARORA both are same and identical person.

AFFIDAVIT

I, **SHATINDAR SHAW** S/O **Asarfi Shaw** residing at 31/1, Cossipore Road, P.S. & P.O. - Cossipore, Kolkata- 700002 have changed my name and shall henceforth be known as **SHATINDAR SHAW** as declared vide affidavit No. 3534 filed in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Sealdah dated 17.04.2025. **SHATINDAR SHAW, SATYENDRA SHAW** and **SATENDRA SHAW** is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী সাথী দত্ত, স্বামী শ্রী প্রবীর কুমার দত্ত, সাং-২৮/১৬, কলাবাগান লেন, পোঃ- সাঁত্রাগাছি, থানা- চ্যাটার্জীহাট, জেলা- হাওড়া- ৭১১১০৪, গত ইংরাজী ১৩.১২.২০২৪ তারিখে সাঁকরাইল ব্লকের অধীন মৌজা ঘোড়াঘাটা, জে. এল নং- ৮, হাল ৫৮ নং খতিয়ান, দাগ নং- ৬৮৯ এ ২ কাঠা ১০ ছটাক ৩৩ বর্গফুট শালি জমি ডি.এস.আর- ১ অফিসে রেজিঃকৃত ০৫০১০৬৯৯৭ নং দলিলবলে স্বর্গীয় উমাচরন ঢালীর ওয়ারিশগন যথা শ্রী অরুন ঢালী দীং এর নিকট হইতে উপরিউক্ত সম্পত্তি খরিদ করেন। যাহাতে অরুন ঢালী দীং ২০২৪ সালের ডি.এস.আর -১, হাওড়া অফিসে রেজিঃকৃত ০৫০১০১২৬২ নং আমমোক্তার নামা দলিল বলে শ্রী দীনেশ বেরা, পিতা গোপাল বেরাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে৩০ দিনের মধ্যেজানাইবেন।

Puspa Singh, এ্যাডভোকেট

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল পূর্ব দলিল নং ১২৬৮-১৯৫৫ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিআর আলিপুর সমীপে, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অংশ দাগ নং ১০৫৬, খতিয়ান নং ২৭১২ এবং ২৭১১, মৌজা : কেরুলিয়া, জেএল নং ৫, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং ২৮৬/৩১৮/১, দক্ষিণ পল্লি, আমাদের মক্কেল (শ্রীমতি শ্রেয়সী শাউ) এর হেফাজত থেকে সাধারণ কাজের সময়ে স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রহড়া থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ১৮৮৬, তারিখ ২১.০৪.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও তথ্য জানা থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অনুগ্রহ করে জানাতে পারেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সময়ের পরে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
তারিখ : ২৪.০৪.২০২৫

আপনার বিশ্বস্ত
মেসার্স এস এস লিগাল সার্ভিসেস এর পক্ষে
অ্যাডভোকেট
রিজেন্ট হাউস, ৪র্থ তল, ১২, গভ. প্লেস ইস্ট,
চেম্বার -২ এবং ৩, কলকাতা - ৭০০০৬৯
ফোন নং : ০৩৩-৪৮২২ ২৯২৯
ই-মেল : sslegal.kol@gmail.com

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

প:ব: সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং: ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি হইতেছে যে, আমি সেলিম সেখ, পিতা- খেলাবত সেখ, সাং শক্তিনগর নতুনগ্রাম পো:- শক্তিনগর থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার কৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার আর. এস. ২০৫৫৫ এল আর ১৫৮৫০ দাগের, এল, আর ২৮০৩৭ খতিয়ান থেকে ২৮.৪৫ শতক সম্পতি গত ইং১২/০৯/২০২২ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I -11631/2022 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক সিদ্ধার্থ শঙ্কর সরকার পিতা মৃত নরেন্দ্রনাথ সরকার, সাং- ননীগোপাল সাহা রোড পো:- শক্তিনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা-নদীয়া, মহাশয়ের দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছি এক্ষণে কালু বিশ্বাস পিতা মফিজুদ্দিন বিশ্বাস ও মাজিদা বিস্বাস স্বামী মফিজুদ্দিন বিশ্বাস, সাং- শক্তিনগর নতুনগ্রাম, পো:- শক্তিনগর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- নদীয়ার ১৪/১২/২০২৩ তারিখে A.D.S.R অফিসে ১২২০৪/২০২৩ নং দলিলে আর. এস. দাগ ২০৫৫৫ এল, আর দাগ ১৫৮৫০, এল, আর খতিয়ান ২৮০৩৭ থেকে ৬.৬০ শতক বিক্রয় করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O কৃষ্ণনগর-১ ও A.D.S.R কৃষ্ণনগর যোগাযোগ করুন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

আমমোক্তার নামা বিজ্ঞপ্তি

আমি কাশীনাথ মুখার্জী, পিতা - তারাপদ মুখার্জী, রঘুনাথ মুখার্জী, পিতা - তারাপদ মুখার্জী, সোমনাথ মুখার্জী, পিতা - তারাপদ মুখার্জী, রেখা মুখার্জী, স্বামী - পঞ্চানন মুখার্জী, দেবনাথ মুখার্জী, পিতা - পঞ্চানন মুখার্জী, মেঘনাথ মুখার্জী, পিতা - পঞ্চানন মুখার্জী, কাকলী বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা - পঞ্চানন মুখার্জী, গৌতম মজুমদার, স্বামী - বৈদ্যনাথ মজুমদার, শান্তি ভট্টাচার্য্য, স্বামী - কালিকুমার ভট্টাচার্য্য, রুপালী গাঙ্গুলী, স্বামী - দুর্গাদাস গাঙ্গুলী, পুনম চক্রবর্ত্তী, পিতা - তারাপদ মুখার্জী, জয়ন্ত রায়চৌধুরী, পিতা - সাগরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী উভয়ে একত্রে জে.এল. নং ৫১ সিমলাগড় মৌজায় ২১/১১/২০২২ তারিখে পান্ডুয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৬৬৩০ নং আমমোক্তার বলে অমল মৃধা কে উক্ত মৌজায় ১৪৮ খতিয়ান হইতে ৩৫১ দাগে ৭ শতক, ৩৫২ দাগে ৫ শতক, ৩৭৭ দাগে ৯ শতক, ৩৭৮ দাগে ১১ শতক, ৩৮০ দাগে ৭ শতক, ৩৮১ দাগে ৭ শতক, ৩৮২ দাগে ২৬ শতক ও ৩৭৯ দাগে ৩ শতক জমিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছে। ইহাতে কাহারো কোন প্রকার অভিযোগ থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে পান্ডুয়া বি.এল.অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

কাশীনাথ মুখার্জী
পান্ডুয়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী সেবা সিনহা ওরফে সেবা সিনহা (ঘোষ) স্বামী শ্রী পীযুষ কান্তি সিনহা সাকিম ফটকগোড়া, ব্যানার্জ্জী বাগান, চন্দননগর, হুগলী- 712136, **২)শ্রীমতী সুস্মিতা ঘোষ** স্বামী শ্রী বিশ্বম্ভর ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর, শরৎ পার্ক, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৩)শ্রীমতী সঞ্চিতা নিয়োগী ওরফে সঞ্চিতা নিয়োগী(ঘোষ),** স্বামী শ্রী ইন্দ্রজিৎ নিয়োগী, **৪)শ্রী শুভময় ঘোষ** পিতা ৺দীনবন্ধু ঘোষ ৩নং ও ৪নং এর সাকিম ইডেন পার্ক লেন নং-৪, মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী- ৭১২১২৩, **৫)শ্রীমত্যা কবিতা ঘোষ** স্বামী ৺মানব ঘোষ, **৬)শ্রী অরন্য ঘোষ** পিতা ৺মানব ঘোষ, ৫ ও ৬ নং এর সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 29/05/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4845/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী অশোক কুমার ঘোষ ওরফে অশোক ঘোষ** পিতা ৺দীনবন্ধু ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি বিগত ইং 07/06/2024 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5942/2024 নং দলিল মূলে **শ্রীমত্যা রাধিকা দেবী** স্বামী ৺অমরজীত সাউ সাকিম আদর্শ-নগর, নলডাঙ্গা, কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়াকে ২ কাঠা ৫ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, জে.এল. নং 3, হাল এল. আর 1406, 1407, 1408, 1411, 3242, 3243 ও 1412 নং খতিয়ানে, সাবেক আর.এস 873 তথা হাল এল.আর 945 নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় 96 শতকের মধ্যে ২ কাঠা ৫ ছটাক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা রাধিকা দেবী** স্বামী ৺অমরজীত সাউ উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল. আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-

শ্রী অশোক কুমার ঘোষ ওরফে অশোক ঘোষ
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সুনীল কুমার মিত্র** পিতা ৺সন্তোষ কুমার মিত্র, সাকিম পশ্চিম নারায়নপুর, বাহিরখণ্ড, হরিপাল হুগলী মহাশয় বিগত ইং ০২.০৪.২০০১ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-07/2001 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাকে (**শ্রী শম্ভুচরণ মিত্র**, পিতা ৺সুশীল কুমার মিত্র, সাকিম পশ্চিম নারায়নপুর, বাহিরখণ্ড, হরিপাল হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমি বিগত ইং ১২.০৭.২০১১ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হরিপাল, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3167/2011 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **১) শ্রী রবীন সামন্ত ২) শ্রী গোবিন্দ সামন্ত ও ৩) শ্রী হেমন্ত সামন্ত** সকলের পিতা ৺কিশোরী সামন্ত সাকিম পশ্চিম নারায়নপুর, বাহিরখণ্ড, হরিপাল, হুগলী মহাশয়গনকে ৯৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশিল – জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা পশ্চিম নারায়নপুর, ২১ নং জে.এল. ভুক্ত, সাবেক ২৪১ তথা হাল এল.আর. ৯৯৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৬১৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৯৪ শতক আমমোক্তারনামা বলে অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১) শ্রী রবীন সামন্ত ২) শ্রী গোবিন্দ সামন্ত ও ৩) শ্রী হেমন্ত সামন্ত** সকলের পিতা ৺কিশোরী সামন্ত তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এন্ড এল.আর. ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কায করা হইবে। ইতি-

শ্রী শম্ভুচরণ মিত্র
আমমোক্তার

GENERAL NOTICE

This is to bring to the notices of all concerned that Original registered Sale Deed bearing No.I-03797 of 1996, registered before Addl. Registrar of Assurances, Kolkata, hereinafter called the Lease Deed of Subodh Majumder, since deceased, for his Flat being No. E18/12, the Nirbana Cooperative Housing Society, ECTP Phase-IV, Police Station - Anandapur, Kolkata - 700107, has not been traced out, for which a missing diary has been lodged vide Anandapur Police Station GDE No.25 dated 01.04.2025.
If anyone foudn the same or have any claim over the said Deed shall inform/submit to the undersigned within 15 days of issue of this notice, otherwise no claim shall be entertained and the said Original registered Sale Deed bearing No.I-03797 of 1996, registered before Addl. Registrar of Assurances, Kolkata, will be deemed to be lost.

Anupam Hait, Advocate
High Court, Calcutta
Mobile : 98304 96014 / 89106 57321

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of Ld. A.D.J at Haldia

দরখাস্তকারী- কাঞ্চন ঘোষ, পিতা- ঁকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ, ৯১/১ দুর্গাচক কলোনী বি ব্লক পোঃ ও থানা- দুর্গাচক, জেলা পূর্বমেদিনীপুর।
প্রতিপক্ষ- চয়নী ঘোষ বেরা, স্বামী-কাঞ্চন ঘোষ, পিতা- বলাই বেরা, ১১৫ দুর্গাচক নিউকলোনী বি-ব্লক, পোঃ ও থানা- দুর্গাচক, জেলা- পূর্বমেদিনীপুর।
এতদ্বারা উপরোক্ত প্রতিপক্ষকে জানানো যায় যে।
দরখাস্তকারী আপনার বিরুদ্ধে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩(এ) ধারা মতে উপরোক্ত নামবারের বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। এব্যাপারে আপনার যদি কোনরূপ আপত্তি বা বক্তব্য থাকে তাহা হইলে স্বয়ং বা উকিল দ্বারা আগামী ইং- ১৪-০৫-২৫ তারিখে আদালতে পেশ করিবেন অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে এক তরফা শুনানী মূলে মোকর্দ্দমাটি নিষ্পত্তি হইবে।

অনুমত্যানুসারে
অনিমেষ ভৌমিক
সেরেস্তাদার
হলদিয়া অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। ০৫-০৩-২০২৫

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্যামল কুমার দলুই, পিতা- প্রয়াত ভরত চন্দ্র দলুই, বিগত ২০২২ সালের জয়েন্ট সাবরেজিষ্ট্রী অন্ধেরী নং-৫ মুম্বাই অফিসে সুবারবান (জেলা বান্দ্রা) IV নং বহির ৪২৭১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মুলে সুনীতা সাহা,ও সুরজ সাহা, মৌজা-কোকাপুর গ্রামে জে.এল নং-১১, এল.আর খতিয়ান ৩৪১৭ নং, এল.আর ৬০৮ নং দাগে ২ কাঠা ০১ ছটাক ০৩ বর্গফুট জমি এ.ডি.এস.আর কদম্বগাছি অফিসে I-0124/2023 সাফ-বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বারাসাত -১ বি.এল এন্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

Mohiruddin Mondal
Advocate
Barasat Judges' Court
North 24 Parganas

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স এন এস ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড ক্রয় করেছে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১) ২৭ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ৫৯১,এলআর দাগ নং ৫৯৫, আরএস খতিয়ান নং ২১৪৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৬৮৯, ২) ১৯ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ৫৭৫, এলআর দাগ নং ৫৭৯, আরএস খতিয়ান নং ২১৪৫, এলআর খতিয়ান নং ৯৭৫, ২২৭৫, ৪০২০ এবং ৪০২২, ৩) ০৮ ডেসিমেল , আরএস দাগ নং ৬০৫, এলআর দাগ নং ৬০৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৭৭৫, ৪) ৩১ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ৬০৪, এলআর দাগ নং ৬০৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৯০ এবং ৫) ৮ ডেসিমেল ,আরএস দাগ নং ৬০৫, এলআর দাগ নং ৬০৯, এলআর খতিয়ান নং ৩৭৭৫, অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণ ঝাপড়দহ, জেএল নং ১৫, এডিএসআর এবং থানা : ডোমজুড়, জেলা : হাওড়া, দক্ষিণ ঝাপড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, উল্লেখ্য ১) হস্তান্তর দলিল তারিখ ০৯ এপ্রিল ২০১০ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৬৩৮৪ থেকে ৬৪০০, দলিল নং ০১৮২৫-২০১০ সালের, ২) হস্তান্তর দলিল তারিখ ১০ নভেম্বর ২০১০, রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার ডোমজুড়, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৪০৭ থেকে ৪২৬, দলিল নং ০৫৩৬৯-২০১০ সালের, ৩) হস্তান্তর দলিল তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০১২, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ২, পৃষ্ঠা ১৫৯০ থেকে ১৬০৩, দলিল নং ০০৪৭৫-২০১২ সালের, ৪) হস্তান্তর দলিল তারিখ ২৩ মে ২০১১, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ৭, পৃষ্ঠা ৫৬০০ থেকে ৫৬১৪, দলিল নং ০২৫৪৪-২০১১ সালের, এবং ৫) হস্তান্তর দলিল তারিখ ১৮ জুন ২০২০, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ০৫০৪/২০, পৃষ্ঠা ৪৫৩১৬ থেকে ৪৫৩৩৪, দলিল নং ০১৫৬৩ -২০২০ সালের । দুর্ভাগ্যবশত উল্লিখিত দলিলগুলি স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রবীন্দ্র সরোবর থানায় জেনারেল ডায়েরি এন্ট্রি নং ১৭২ তারিখ ০৩.০৪.২০২৫ এবং জেনারেল ডায়েরি এন্ট্রি নং ১৭৪ তারিখ ০৩.০৪.২০২৫ দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট দলিল অধীন সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও স্বার্থ বা দাবি থাকলে বা পেয়ে থাকলে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ দিনের মধ্যে নিম্নোক্তর নিকট জানাতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে, সংশ্লিষ্ট সময়ের পর আমার মক্কেল কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক এর নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক যেকোনও ধরনের ঋণের আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত সম্পত্তি দায়বদ্ধ/বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ অগ্রিম মঞ্জুর করার অধিকার রাখে।

নাম : এস কে লথ অ্যান্ড কোং, অ্যাডভোকেটস
ঠিকানা : ৬এ, কিরণ শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা : ৭০০০০১
তারিখ : ২৪.০৪.২০২৫ যোগাযোগ নং : ৯৮৩০০৫০৭০১

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম তমলুক সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) অতিরিক্ত আদালত, তমলুক
J. Misc.- 37/2021
T.S. No.- 79 of 2017

শ্রীমত্যা ভগবতী দাস দীং ...দরখাস্তকারী
-বনাম-
আল্পনা দাস দীং ...প্রতিপক্ষগন।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমত্যা ভগবতী দাস দীং দরখাস্তকারী হইয়া আল্পনা দাস দীং প্রতিপক্ষগনের বিরুদ্ধে দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইনের ২২ অর্ডার ৯ রুল মতে অত্র জে.মিস. মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়াছে। প্রতিপক্ষগনের মধ্যে আপনি ১০নং প্রতিপক্ষ শ্রীমতী শিবানী দাস, স্বামী-শ্রী দিলীপ কুমার দাস-৮৭, বাকসারা, ভিলেজ রোড, ৪১ জগাছা, হাওড়া, এবং ১৫ নং প্রতিপক্ষ শ্রীমত্যা সীতা ধাড়া, স্বামী- বলরাম ধাড়া, সাং- ইচ্ছাবাড়ী, পোঃ -ডিমারীহাট, থানা- তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর হাল সাং পদুমবসান, (তমলুক থানার পার্শ্বে) থানা- তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর আপনাদের স্থায়ী ঠিকানা হওয়ায় আপনাদিগকে বারংবার উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় সমনাদি পাঠানো স্বত্বেও আপনারা ইচ্ছাপূর্বক ভাবে ধরেন নাই, উক্ত কারণে হুজুরাদালতে 0 - 5, R. 20 ধারা মতে দরখাস্তমূলে আদালতের আদেশ অনুযায়ী অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা আপনাদিগকে জানানো হইতেছে, আপনারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা এ্যাডভোকেট দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।
অদ্য সন ১০/০৪/২০২৫ তারিখে আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া গেল।

অনুমত্যানুসারে
জগন্নাথ মান্না
সেরেস্তাদার
তমলুক সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ)
এ্যাডি. আদালত। ১০-০৪-২০২৫

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল **শ্রীমতী তাপসী মোদক,** স্বামী বিজয় মোদক **(২) জ্যোতির্ময় দত্ত,** পিতা প্রয়াত সুনীল কুমার দত্ত **(৩) অমৃতা সিংহরায়,** স্বামী জগন্নাথ সিংহরায় **(৪) গীতা মন্ডল,** স্বামী তপন মন্ডল সর্ব সাং বঙ্কিমকানন, পোঃ চুঁচুড়া আর.এস. থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী পিন ৭১২১০২ যৌথভাবে গত ইংরাজী ১৪/০২/২০২০ তারিখে হুগলী ডি.এস.আর- ১. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৫৬২/২০ নং কোবালা দলিল মূলে **অশোক কুমার পোড়েল,** পিতা বৈদ্যনাথ পোড়েল, এর আমমোক্তার নামা বলে (বুক নং ৪, আমমোক্তার নামা দলিল নং ১৪/২০২০) আমার মক্কেল জেলা হুগলী থানা চুঁচুড়া ১৬ নং সিমলা মৌজায় এল.আর. ৬৬৩ নং খতিয়ানে এল.আর. ১৩০২, দাগে ০.১৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এর পর আমার মক্কেলগন মগরা চুঁচুড়া ব্লকে তাহাদের নাম পত্তনের জন্য আবেদন করেন। যদি আমমোক্তার দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ১ মাসের মধ্যে বি.এল.আর.ও. অফিসে আবেদন করতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে ।

ইতি-**তাপস কুমার মন্ডল (অ্যাডভোকেট)**
হুগলী জাজেস কোর্ট
ফোন নং - 9143316315

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৫০৩৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, **মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।**

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

‘বারুইপুরে হাইবারনেশন নাকি জঙ্গিদের স্বর্গ?’ এসপি-কে ধেয়ে গেল শুভেন্দুর তির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুরে সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তির উপস্থিতি নিয়ে বারুইপুর পুলিশ সুপারের বক্তব্যে রীতিমতো ক্ষিপ্ত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার প্রকাশ্যে এক বিস্ফোরক খোলা চিঠিতে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়লেন, ‘এটা কি প্রশাসনের হাইবারনেশন, না কি বারুইপুরকে জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা এলাকা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে?’

তিনি কটাক্ষ করে লেখেন, ‘আপনারা নাকি জানতেন না, ৪ঠা এপ্রিল মধ্যপ্রদেশ থেকে দুই অচেনা লোক এসে এখানে ঘাঁটি গেড়েছে? তাহলে পুলিশ কার জন্য কাজ করে? এটাই কি রাজ্য সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা?’ অন্যদিকে, এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বারুইপুর পুলিশ এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। বারুইপুর পুলিশের তরফে একটি এক্স পোস্টের মাধ্যমে জানানো হয়, ওই দুই ব্যক্তিকে থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই দুই ব্যক্তিই মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। এদের মধ্যে একজন পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এবং আরেকজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। ওঁরা দু'জনেই ভোপালের একটি কলেজ থেকে ২০১৬ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন।

এরপর ব্যবসার সন্ধানে বছরখানেক আগে ওঁরা কলকাতায় আসেন। ৪ এপ্রিল তাঁরা বারুইপুরে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। এর সঙ্গে তাঁরা মাছ চাষের প্রয়োজনে কাছাকাছি স্থানে একটি জায়গাও নেন। আরও জানা যায় যে, ব্যবসার প্রয়োজনেই নিজেদের ফ্ল্যাটের ইন্টারনেট কানেকশনটিকে অধিকতর সুদৃঢ় করার জন্যে তাঁরা জিও এয়ার ফাইবার এর কানেকশন নেন। ওঁদের আধার কার্ডসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট যাচাই করে, ওঁদের পরিচিতি সম্পর্কে দেওয়া তথ্য সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। প্রাথমিক তদন্তে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনো পর্যন্ত এই দুই ব্যক্তির কোনওরকম কাশ্মীর-যোগ সামনে আসেনি। এরপরই এসপি পলাশ চন্দ্র ঢালির সাংবাদিক সম্মেলনে ‘হাইবারনেশন পিরিয়ড’ শব্দবন্ধ তুলে ধরে শুভেন্দুর তীব্র প্রশ্ন করেন, ‘তিন সপ্তাহ ধরে

কেউ বারুইপুরে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে, পুলিশ খবরও রাখবে না! এই ‘হাইবারনেশন’ কি নতুন করে জঙ্গিদের জন্য রিল্যাক্সেশন পলিসি?’ তিনি স্মরণ করিয়ে দেন অতীতের ভয়াবহ উদাহরণ, সোনারপুরে ধৃত বাংলাদেশি জঙ্গি আব্দুল মান্নান ও লাল্টু শেখ, বারুইপুরেই ধৃত পাকিস্তান-প্রশিক্ষিত কাশ্মীরি জঙ্গি জাভেদ মুন্সির ঘটনা। ‘এইসব নজির থাকার পরেও আপনি কীভাবে এত নিশ্চিন্তে ওঁদের ক্লিনচিট দেন?’ প্রশ্ন শুভেন্দুর। সবচেয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ, ‘একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ও একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার মিলে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মাছ চাষ করবেন, আর তার জন্য তাঁদের হাই-স্পিড ইন্টারনেট দরকার! এটা শুনে কি জনগণ হেসে গড়াগড়ি যাবে না? প্রশাসন কি বোকা, না আমাদের বানাতে চাইছে?’ শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, ‘এসপি মহাশয়, আপনি যদি এতটাই নিশ্চিত হন ওঁরা নিরীহ, তাহলে কেন তাঁদের নাম, মুখ, পরিচয় প্রকাশ করে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির করেননি? নাকি ততটা আত্মবিশ্বাস নেই?’ চিঠির শেষে তাঁর কড়া মন্তব্য, ‘আমার উদ্দেশ্য কাউকে হেনস্থা করা নয়। তবে যদি আপনারা এইভাবে চোখ বুজে থাকেন, তবে বারুইপুর শীঘ্রই জঙ্গিদের হেডকোয়ার্টার হয়ে উঠবে। এবার অন্তত হাইবারনেশন থেকে জেগে উঠুন। দেশ সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে। স্লিপিং মোডে থাকা বিলাসিতা নয়।’

‘গাজার মতো শেষ হবে পাকিস্তান!’ সাঁকরাইলে অগ্নিমিত্রার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার সাঁকরাইলে দলীয় কর্মসূচিতে এসে বিজেপির নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন। প্রশাসনের বিরুদ্ধে তোপ দাগার পাশাপাশি সরাসরি পাকিস্তানকে নিশানা করে বললেন, ‘গত ৪৮ ঘণ্টায় পাকিস্তানিদের ভারত ছাড়তে হয়েছে। ভিসা বন্ধ, সিন্ধুর জল বন্ধ, এটাই মোদীর ভারত। শক্তিশালী ভারত। আর এখন দেখুন, কী হয় আগামীতে।’

পাক সেনাপ্রধান আশিম মুনিরকে কটাক্ষ করে অগ্নিমিত্রা বলেন, ‘আশিম মুনির বলছেন, কাশ্মীর জ্বালিয়ে দিচ্ছি। আর আমাদের দেশের সেনাপ্রধান নাকি তাঁর হাততালি দিচ্ছেন! ভিডিও দেখেছেন? এটাই কি দেশপ্রেম?’

তিনি আরও বলেন, ‘প্যালেস্টাইন যেমন গাজাকে শেষ করেছে, এ দেশেও তেমনটাই হবে। তবে বাকিটা আমি বলছি না, সময় বলবে।’ একই সঙ্গে ঘরবন্দি মানুষ, কর্মহীনতা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন অগ্নিমিত্রা। প্রশ্ন তোলেন, ‘এত কাজ বাকি, করবে কে? ঘর বন্ধ, ঘর বানাবে কে?’ তাঁর কথায়, ‘মোদীর ভারতে আজ শক্তির অভাব নেই, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাই দেরি নেই, সবাই দেখবে, কীভাবে শেষ হয়!’ রাজনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে এমন ভাষায় প্রকাশ্য বক্তৃতায় হুঁশিয়ারি দিয়ে কার্যত শোরগোল ফেলে দেন বিজেপি নেত্রী। তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তুঙ্গে।

সুযোগ পেলে পাকিস্তানকে জ্বালিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘শুধু পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে প্রতিবাদ করবো না। সুযোগ পেলে পাকিস্তানকে জ্বালিয়ে দেব।’ বৃহস্পতিবার সন্ধেয় কাঁকিনাড়ার কাছারি রোডের পোস্ট অফিসের কাছে কাশ্মীরে নিহত পর্যটকদের স্মরণে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এদিন তথাকথিত সেক্যুলারদের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে হাজির হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, সেক্যুলারেরা হিন্দু বিরোধী। দেশে থেকে ওরা জেহাদিদের সমর্থন করে। অর্জুন সিংয়ের দাবি, ‘তাঁরা রাষ্ট্রবাদী পরিবার। তাদের পরিবারের ৭০ থেকে ৮০ জন সেনা এবং আধা সামরিক বাহিনীতে কর্মরত আছেন। তাই তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত আছেন।’ এদিন নিহত হিন্দু পর্যটকদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, দীপক সাউ-সহ অন্যান্যরা।

‘হিন্দু বলেই মারল’, পর্যটকদের নাম বদলে ভ্রমণের পরামর্শ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরের পুঞ্চে জঙ্গিহানায় নিহত বাঙালি পর্যটক বিতান অধিকারীর পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাড়িতে হাজির হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শহিদের স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি। তবে তাঁর বক্তব্যে উঠে এল ধর্মীয় পরিচয় ঘিরে একাধিক বিস্ফোরক ইঙ্গিত, এমনকি ভ্রমণের সময় হিন্দুদের ‘নাম বদলের’ পরামর্শও দিলেন তিনি। পর্যটকদের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু বলেন, ‘পর্যটকেরা যেন হিন্দু পরিচয় গোপন করেন, দরকারে নাম বদলান। আমি যদি যাই, আমার নাম হবে জাভেদ মোহান।’

তিনি আরও বলেন, ‘সরকারি ক্ষতিপূরণের বাইরেও কিছু কাজ করতে হবে। আমি এই রাজ্যের জাতীয়তাবাদী, সৎ বাঙালিদের পক্ষ থেকে পাশে আছি। শঙ্কু দেবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে মৃত্যু সনদ সংগ্রহ, মুক্তি সিএসের সঙ্গে কথা বলা ইত্যাদি কাজগুলি হয়। সোমবার আবার পরিবারের সঙ্গে বসে বিস্তারিত আলোচনা করব।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই ঘটনা রাজনীতির বিষয় নয়। রুদ্রনীল ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পল, দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা হিসেবে নিজেরা এগিয়ে এসেছেন। ওঁদের ফোন নম্বর দেওয়া হয়েছে পরিবারকে, প্রয়োজন হলে ওঁরা সঙ্গে থাকবেন।’ এরপরই ধর্মীয় প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, ‘কাশ্মীরের মতো জায়গায় যদি কেউ হিন্দু হন, কালমা না জানেন, তাহলে তাঁদের টার্গেট করা হচ্ছে। এটা জাতপাত, ভাষা কিংবা রাজ্যভিত্তিক নয়। এটা হিন্দুদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ষড়যন্ত্র। শহিদের স্ত্রী নিজেই বললেন, ওঁর স্বামীর হাতে ছিল ‘লাল তাগা’, তার জন্যই শহিদ হলেন।’ বাঙালি পর্যটকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ‘কাশ্মীর না গিয়ে ভৌগোলিক নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে হিন্দু অধিক্য যেখানে সেইরকম স্থানে ভ্রমণের পরিকল্পনা করুন। বকখালি একদিনে ঘোরা যায়, মন্দারমণি দু’দিনে, পুরী তিনদিনে, গ্যাংটক-দার্জিলিং চারদিনে। এত কিছু আছে বাংলায় ও আশেপাশে। পরিকল্পনা করুন হিন্দু জনঘনত্ব দেখে। জীবন অনেক মূল্যবান।’ সবশেষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ শানান শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, ‘ঘটনার দায় সেনার উপর ঠেলে দেওয়া চলে না। মুখ্যমন্ত্রীর গোয়েন্দা ও পুলিশি ব্যবস্থাই ব্যর্থ। দোষ ঢাকতে বারবার বাহিনীর দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী হরগোবিন্দ দাস বা চন্দন দাসকে খুঁজছেন না, বরং কাঁচের ঘরে বসে রাজনীতি করছেন। আমি আগেই বলেছিলাম, মথা যেখানে, সেখানেই আমার ঘর। আজ বলছি, মুর্শিদাবাদ যেখানে, সেখানেই কাশ্মীর। টার্গেট একটাই, হিন্দু।’ এই মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে প্রবল চর্চা।

‘একফোঁটা রক্তও বৃথা যাবে না, হিসাব হবে’, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় নিহত হলেন পুরুলিয়ার ঝালদার বাসিন্দা মনীশ রঞ্জন। তাঁর পরিবারে শোকের ছায়া। স্ত্রীর চোখের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন মনীশ, সঙ্গে ছিলেন তাঁদের ছোট কন্যাও। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর শুক্রবার পুরুলিয়ায় দাঁড়িয়ে বিস্ফোরক ভাষায় প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

তিনি বলেন, ‘বাংলা আরও দুই সন্তানকে হারাল। মনীশ রঞ্জনের রক্ত চাইছে উত্তর। একফোঁটা রক্তও বৃথা যাবে না। দেশবাসী ক্ষুব্ধ। এর বিচার চাইছে। এবং আমি আশ্বাস দিচ্ছি, যাঁরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, সন্ত্রাসবাদী হোক বা তাদের মদতদাতা, কেউই রেহাই পাবে না।’ সুকান্ত আরও জানান, ‘নরেন্দ্র মোদীর উপর ভরসা রাখুন। ভারত প্রতিটি সন্ত্রাসবাদীকে খুঁজে বার করে গুঁড়িয়ে দেবে। প্রয়োজনে গর্তে ঢুকে টেনে বার করে শাস্তি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ শুরু হয়ে গিয়েছে। সবকিছু ক্যামেরার সামনে বলা যাবে না। কিন্তু অ্যাকশন চলছে।’ একই সঙ্গে তিনি জানান, ‘আজ প্রধানমন্ত্রী সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে একসঙ্গে নিয়ে দেশের স্বার্থে

একজোট হতে চাইছেন তিনি। শহিদদের পাশে গোটা দেশ রয়েছে।’ সুকান্তের বক্তব্যে স্পষ্ট, বাংলার মৃত সন্তানদের রক্তে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আরও একবার জেগে উঠতে চলেছে ভারত।

সল্টলেকের জিসি ব্লকে ভয়াবহ ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা সল্টলেকের জিসি ব্লকে। সূত্রে খবর, এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে বুধবার মধ্যরাতে। পুলিশ সূত্রের খবর, মেন গেটের তালা ভেঙে ডাকাতি করা হয়। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, সল্টলেকের জিসি ব্লকের ১৮৪ নম্বর বাড়ির বাড়ির মালিক বিদেশে থাকেন। বাড়ির নিচের তলায় রয়েছে একটি অফিস। বুধবার রাতে পাঁচজনের একটি ডাকাতদল ওই অফিসেই ডাকাতি করতে আসে। এরপর অফিসের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকেও তারা। এরপর খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট অফিসের কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তদন্তে সেটিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এদিকে পুলিশ সূত্রে সামনে এসেছে, যে এলাকায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে, সেটি সল্টলেক দক্ষিণ থানা এলাকার মধ্যে পড়ে। বুধবার রাতে পুলিশের টহলদারি ভ্যানের নজরে আসে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নম্বরবিহীন স্কুটি এবং বাইকে করে পাঁচজন যাচ্ছে। সূত্রের দাবি, পুলিশের টহলদারি ভ্যান পিছু ধাওয়া করে দুষ্কৃতীরা নাকি পুলিশকে আগ্নেয়াস্ত্রও দেখায়। পুলিশ পিছু ধাওয়া করলে দুষ্কৃতীরা অবশ্য পালিয়ে যায়। এরপরই জিসি ব্লকে ডাকাতির খবর আসে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

প্রয়োজনে ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক হবে: দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাশ্মীরে ফের রক্তঝরা জঙ্গিহানার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। বুধবার এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ‘কাশ্মীরে গত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাস দমন করে শান্তি ফিরিয়েছিল। বহু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। নির্বাচনও শান্তিপূর্ণ হয়েছে, ফলাফলও সামনে এসেছে। কিন্তু নির্বাচনের পরই এমন একটি বড় ঘটনা ঘটল, এটা খুবই দুঃখজনক পরিস্থিতি।’

তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, ‘ভারত সরকার এর আগেও যেভাবে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, এবারও তেমনটাই করবে। প্রয়োজনে পাকিস্তানে ঢুকে আবার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করবে। এই সমস্যার গোড়ায় পৌঁছে সমাধান খুঁজবে।’ জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ‘দেশের সব মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। সরকার সব রাজনৈতিক দলকে ডেকেছে। এখন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে।’ কাশ্মীরকে ঘিরে এই জঙ্গি আক্রমণের পর দেশজুড়ে চরম উদ্বেগ ছড়িয়েছে। দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে, ভারত ফের আগ্রাসী ভূমিকায় যেতে প্রস্তুত।

কাঁচের বোতল ভেঙে বন্ধুকে খুন জোড়াসাঁকোয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের খুন জোড়াসাঁকোতে। মদের আসরে বচসার জেরে কাঁচের বোতল ভেঙে বন্ধুর গলায় ঢুকিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল তারই বন্ধুর বিরুদ্ধে। এদিকে এই ঘটনার পর থেকেই পলাতক অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

সূত্রে খবর, নিহত তরুণের নাম ফইজল ফাহিম (১৯)। বুধবার গভীর রাতে জোড়াসাঁকোর মদনমোহন বর্মণ স্ট্রিটে বন্ধুদের সঙ্গে মদের আসরেই ছিলেন ফইজল। সেখানেই এক বন্ধুর সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু’জনের মধ্যে হাতাহাতিও শুরু হয়। অভিযোগ, এইসময়েই আচমকা মদের কাঁচের বোতল ভেঙে ফইজলের গলায় গেঁথে দেন অভিযুক্ত। এরপরই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বছর ১৯-এর তরুণ ফইজল। বিপদ বুঝে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান উপস্থিত সকলেই। স্থানীয়রা ফইজলকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। ঘটনাস্থলের আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে বলেও জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত রবিবার জোড়াসাঁকো থানা এলাকায় এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি।

মাধ্যমিকের রেজাল্ট ২ মে, দিন বদলের ঘোষণা পর্ষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথমে সম্ভাবনা থাকলেও বদলে গেল দিন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়ে দিল, ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে ২ মে বৃহস্পতিবার। এর আগে মনে করা হচ্ছিল, ৩০ এপ্রিল ফল প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু সেদিন দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের কথা থাকায়, প্রশাসনিক কারণে ফলপ্রকাশ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পর্ষদ।

পর্ষদ সূত্রে জানানো হয়েছে, এ বছর প্রায় ৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। ২ মে বেলা ৯টা নাগাদ সাংবাদিক সম্মেলনে ফল ঘোষণা করা হবে। সকাল ১০টা থেকে অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এবং এসএমএসে ফল জানতে পারবে পরীক্ষার্থীরা। পরে মার্কশিট ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হবে নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। এমনিতে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহেই মাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ হয়ে থাকে। তবে এবারের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের একাধিক অনুষ্ঠান এবং প্রশাসনিক ব্যস্ততা থাকায় তারিখ সামান্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পর্ষদের এই ঘোষণা ঘিরে পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি। কারণ দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে নির্দিষ্ট দিন জানানো হল। এখন শুধু অপেক্ষা ফল প্রকাশের।

উল্টোডাঙা ফুটওভার ব্রিজে মিলল যুবকের ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: উল্টোডাঙা ফুটওভার ব্রিজের উপর মিলল যুবকের ঝুলন্ত দেহ। ঘটনা নজরে আসতেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। এ দিন সকালে বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে পড়তেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। তারপর তা পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। উদ্ধার হওয়া যুবকের নাম পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানতে পারা যায়নি। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই বোঝা যাবে এটি আত্মহত্যা না খুনের ঘটনা। আর তা স্পষ্ট হওয়ার পরই তদন্ত এগোবে সেই ভাবে। তবে এরই মাঝে এই ঘটনায় তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হচ্ছে পুলিশের তরফ থেকে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাগুইআটিতে একটি ট্রলিব্যাগের ভিতর থেকে এক যুবতীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল। খুন করে দেহ লোপাট করার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার পর এবার ফুটব্রিজ থেকে উদ্ধার হল দেহ।

প্রতিটি স্কুলে যোগ্যদের যাবতীয় তথ্য তলব রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুলে স্কুলে যোগ্যদের তালিকা পাঠানোর পর এবার প্রধান শিক্ষকদের কাছ থেকে তাঁদের নিয়োগের যাবতীয় তথ্য চেয়ে পাঠাল রাজ্য সরকার। যাতে এই তালিকায় যোগ্য শিক্ষকরা বাদে অন্য কেউ না থাকে। সূত্রে খবর, যে সব তথ্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে চাওয়া হয়েছে সেখানে রয়েছে শিক্ষকের নাম এবং তাঁদের পদ। সঙ্গে জানাতে হবে এসএসসি দেওয়া অনুমোদন পত্রের নম্বর ও তারিখও। এরই পাশাপাশি জানাতে হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দেওয়া নিয়োগ পত্রের মেমো নম্বর ও তারিখ। এছাড়াও

জানাতে হবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের এমপ্লয়ি কোড। সঙ্গে উল্লেখ করতেই হবে কমিশনার অফ স্কুল এডুকেশন ডিআই-দের কাছে যে তালিকা পাঠিয়েছিল তাতে আদৌ তাঁর নাম আছে কিনা সে ব্যাপারেও। এছাড়াও জানাতে হবে শিক্ষকদের কোনও ট্রান্সফার হয়েছে কিনা সেই সংক্রান্ত নথি। পাশাপাশি বদলি হওয়া স্কুলের সমস্ত নথিও জমা দিতে হবে। প্রসঙ্গত, শুধু শিক্ষক নয় গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি-র ক্ষেত্রেও এই তথ্য পাঠাতে হবে। দ্রুত এই তালিকা পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয়গুলিতে পরিদর্শকদের তরফে একটি বিশেষ ফরম্যাট দিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষিকাদের কাছে।

পিএফ কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিধায়ক পবনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রের জুটমিল শ্রমিকদের পিএফ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে অতি সম্প্রতি টিটাগড়ে পিএফ দপ্তরে গিয়ে পিএফ কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ভাটপাড়া বিধায়ক পবন কুমার সিং। এপ্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক পবন কুমার সিং বলেন, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে অনলাইন পরিষেবা চালু হওয়ায় সমস্যা অনেকটাই দূর হয়েছে। তবুও পিএফের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থেকে যায়। পিএফ দপ্তরের আধিকারিক সেই সমস্যা দূরীকরণে সহযোগিতার

আশ্বাস দিয়েছেন। বিধায়ক পবন আরও বলেন, মৃত শ্রমিকের ‘নমিনি’ যাতে সহজে প্রভিডেন্ট ফান্ডের গচ্ছিত অর্থ পেতে পারেন, সেটা আধিকারিককে দেখতে বলা হয়েছে। পবনের আক্ষেপ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে জুটমিলের ঠিকাদারেরা ঠিকা শ্রমিকদের পিএফ, গ্রাচ্যুইটি, ইএসআই সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখেন। কিন্তু ঠিকা শ্রমিকদেরও সমস্ত সুবিধা পাওয়া উচিত। পিএফ দপ্তরে বিধায়ক পবন কুমার সিং ছাড়াও হাজির ছিলেন বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কারনাথ সাউ, রাজু শ্রীবাস্তব, বিনয় মণ্ডল প্রমুখ।

২৬ এপ্রিল ব্রিগেডে মুসলিম ল’বোর্ডকে সভার অনুমতি দিল না হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৬ এপ্রিল ব্রিগেড সভার অনুমতি নয়। ওয়াকফ সংশোধিত আইনের বিরোধিতায় সভার অনুমতি দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। আপাতত ব্রিগেডে সভার ক্ষেত্রে মুসলিম ল বোর্ড-কে ফেরাল হাইকোর্ট। কারণ, এক্ষেত্রে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, ‘দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিচার করে কোনও সংগঠনেরই আগামী ৭ দিন প্রতিবাদের নামে সভা সমিতি কিছু করা উচিত নয়।’ বৃহস্পতিবার এজলাসে রাজ্যের এজি ও কেন্দ্রের এএসজি-র উপস্থিতিতেই এমনটাই জানান বিচারপতি।

সংশোধিত ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে। বিরোধিতায় পথে নেমেছে মুসলিম সম্প্রদায়ের

একাংশ। প্রতিবাদের আঁচ এসে পড়েছে বাংলাতেও। দিন কয়েক ধরে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে মুর্শিদাবাদে। এরই মধ্যে ব্রিগেডে সভা করার কথা সামনে আনে মুসলিম ল’ বোর্ড। মুসলিম ল’ বোর্ডের তরফে এই সমাবেশ আয়োজন করা হবে বলেও জানানো হয়। ফুরফুরা পিরজাদা মেহেরাব সিদ্দিকি বলেন, ‘মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ডের ডাকে ২৬ এপ্রিল ব্রিগেড সমাবেশ হবে। কিন্তু সেই অনুমতি এবার দিল না খোদ কলকাতা হাইকোর্টই। কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের এই তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ।২৬ এপ্রিল ব্রিগেডে মুসলিম ল বোর্ডকে সভার অনুমতি দিল না আদালত।’

পানীয় জলের সমস্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটে আসে, ভোট যায়। অথচ জগদ্দল বিধানসভার অধীনস্থ কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব মায়াপল্লীর বটতলার বাসিন্দাদের দুর্দশা কিছুতেই ঘোচে না। অভিযোগ, বহু বছর ধরেই পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন পূর্ব মায়াপল্লীর ত্রিশটি পরিবার। শুধু পানীয় জলের সমস্যা নয়, জল নিকাশি সমস্যায়ও তাঁরা জেরবার। অভিযোগ, এলাকাটি উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা এবং কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী হওয়ার টানাপোড়নের জেরে এই দশা। স্থানীয় বাসিন্দা ময়না রাজবংশীর দাবি, তাঁরা দীর্ঘ ৩০-৩৫ বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন। তাদের পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের কল নেই। উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের রাস্তার ধারের কল থেকে জল নিতে হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েতে একাধিকবার জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। ময়না দেবীর আরও অভিযোগ, খাল সংস্কার না হওয়ায় প্রতি বর্ষায় এলাকায় জল দাঁড়িয়ে যায়। এমনকি জমাজল ঘরেও ঢুকে পড়ে। আরেক বাসিন্দা পুতুল রাজবংশী বলেন, ‘পার্শ্ববর্তী পুরসভার রাস্তার কল থেকে এখন তাঁরা জল নিতে পারছেন। কিন্তু আগামীদিনে যদি জলের মিটার বসে, তাহলে তাঁরা রাস্তার কল থেকেও জল নিতে পারবেন না।’ তিনি আরও জানান, ‘বর্ষাকালে কোথাও এক হাঁটু, আবার কোথাও কোমড় সমান জল দাঁড়িয়ে যায়।

লিভ-ইন পার্টনারের সম্মান রক্ষায় খুন যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন: লিভ ইন পার্টনারের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে খুন যুবক। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত যুবকের নাম সঙ্কেত চট্টোপাধ্যায়। ঘটনাস্থল নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগর। স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ, শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় সঙ্কেতকে বাঁশ পেটা করা হয়। এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় এনআরএস-এ ভর্তি করার পরও শেষরক্ষা হয়নি। বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় তাঁর।

মৃত যুবকের পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে, বছর দেড়েক ধরে সঙ্কেত তাঁর বান্ধবীর সঙ্গে গৌরাঙ্গনগরের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। বুধবার রাতে দুজনের মধ্যে কোনও একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি, অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। গভীর রাতে সঙ্কেতের লিভ ইন পার্টনার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। সে সময়ে কয়েকজন যুবক ওই যুবতীকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্যের পাশাপাশি শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। ঘটনা জানতে পেরে ফ্ল্যাট থেকে নেমে আসেন সঙ্কেত। বান্ধবীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করায় অভিযুক্তরা চড়াও হয়। তখনই বাঁশ দিয়ে রাস্তায় ফেলে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করেন। সকালে মৃত্যু হয় সঙ্কেতের। এদিকে সঙ্কেতের বোন জানান, ‘মেয়েটিই আমার দাদাকে ফোন করে ডেকে আনে। আমার দাদা আসে, তারপর ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই ছেলেগুলোর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। বাঁশ দিয়ে পেটায়।’

সম্পাদকীয়

আমরা এতটাই উদাসীন রাস্তায় জলের কল খোলা দেখলেও বন্ধ করার কথা মনে থাকে না

উন্নয়নের জোয়ারে শতাব্দীপ্রাচীন বৃক্ষরাজি উৎপাটিত হয়েছে। ঝাঁ-চকচকে ফোর লেন-সিক্স লেন-এইট লেন বিশিষ্ট হাইওয়ে দিয়ে আনন্দ-ভ্রমণে ছুটছেন নাগরিক। কংক্রিটের ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় চোখেও পড়ে না, নীচ দিয়ে বইছে ক্ষুদ্রকায়া একটি নদী, যার খাত থেকে উত্তোলিত হয়ে চলেছে নির্বিচারে পাথর, বালি। শিলিগুড়ি শহর উত্তরবঙ্গের অলিখিত রাজধানী। যার মাঝখান দিয়ে বইছে মহানন্দা নদী। দিনকয়েক আগের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, নদীর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে পাকাপোক্ত বাড়ি, স্কুল, গরু-মোষের বিচরণ ক্ষেত্র। সব কিছু নিয়ম মেনে নির্মিত? নদীর বুকে মানুষের এমন রাজপাট চলতে পারে? মুছে দেওয়া যেতে পারে নদীর অস্তিত্ব? সেবক ছাড়ালেই দেখা যাবে ত্রিস্রোতা বা আমাদের বহু পরিচিত তিস্তা নদীকে। দু'কূল জুড়ে বালি-পাথরের চড়া, বর্ষায় জলের তোড়ে বার বার ছারখার হয়ে যায় জনপদ, তবু একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ চালু রয়েছে। পাহাড় কেটে তৈরি হল সেবক-রংপো রেলপথ। অবশ্যই নব্য পর্যটন দ্রষ্টব্য হতে যাচ্ছে এই রেলপথ। কিন্তু, হিমালয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোনও বিপদ আড়ালে মুচকি হাসছে না তো? এগিয়ে চলা যাক। পর পর দেখা মিলবে লিস, ঘিস, চেল, ডায়না, মাল, মূর্তি, জলঢাকা, জয়ন্তী নদীর। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে এসেছে তোর্সা, জলঢাকা, ডায়না। বরফ গলা জলে পুষ্ট বলে তাদের বুকে জল থাকে সারা বছর। বাকিরা বৃষ্টির জলে পুষ্ট। মাল নদীতে হড়পা বানে দুর্গাপুজোর বিসর্জনের বিষাদ-স্মৃতি এখনও টাটকা। তবু, সচেতনতা কোথায়? মূর্তি নদীকে ঘিরে রিসর্টে ছয়লাপ এলাকা। এক-একটি শহুরে বাড়িতে, বিশাল আবাসনে যে পরিমাণ জল অপচয় হয়, তাতে আমাদের খেদ নেই। কারণ, ট্যাক্স তো দিচ্ছি! অতএব, কে শুনবে কার নির্দেশ? তাই সর্বত্র, বিশেষত শহরাঞ্চলে জলের মিটার বসানো ভীষণ প্রয়োজন। তাতে কমতে পারে জলের যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রবণতা। আন্দোলন হবে? হোক। অন্তত এই বোধটা জাগ্রত হওয়া প্রয়োজন, জলসঙ্কট ঘনীভূত। চূড়ান্ত অবহেলায় এখনও পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তার ধারে পুরসভার জল বয়ে যায় কল বেয়ে। আমরা এতটাই উদাসীন, দেখেও সেই কলগুলো বন্ধ করি না। পুরসভার অধীন অঞ্চলগুলোতে জল আসছে না বা রাস্তার কলগুলোর জলসঙ্কট জানান দিচ্ছে, বিপদ আসন্ন। তবু, 'ভূগর্ভে জল পৌঁছনো' এবং অবাধে জল উত্তোলনের বিষয়ে সচেতনতা কোথায়?

শব্দবাণ-২৫৬

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল ৩. মানুষজনশূন্য, নির্জন ৬. অশ্র ৭. অন্ততপক্ষে, খুব কম করেও।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বিবাহে যে সব প্রথা পালিত হয় ২. উৎপত্তি, জন্ম ৪. ব্যর্থ ৫. দেখতে সুন্দর এই আম।

সমাধান: শব্দবাণ-২৫৫

পাশাপাশি: ১. ধ্রুবক ২. নকুলে ৫. গরিষ্ঠ ৮. নধর ৯. আহব।

উপর-নীচ: ১. ধ্রুবতা ৩. লেলুক ৪. পরিঘ ৬. মহান ৭. খেতাব।

জন্মদিন

আজকের দিন

অরিজিৎ সিং

১৯১৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ হেমবতী নন্দন বহুগুণার জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় আই এম বিজয়নের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের জন্মদিন।*

কাশ্মীর: ইয়ে হসীন বাদিয়া

তন্ময় সিংহ

উপত্যকার মূল অংশটুকু বাদে বাকি ভারতের কাছে কাশ্মীর বলতে ফুটে ওঠে বলিউড সিনেমাতে দেখা কাশ্মীর। ক্ষ্মকাশ্মীর কি কলিক্ষ্ম র মাধ্যমে ভারতের সুইজারল্যান্ড বলে যে অংশের সাথে আমরা পরিচিত হই তাকে আমরা ভালোবেসে ফেলি ভারতের স্বর্গ হিসেবে। পরবর্তীকালে ক্রমাগত জঙ্গিহানা ও লড়াইয়ে বিধ্বস্ত কাশ্মীর আমাদের কাছে মনিরত্নমের রোজা সিনেমার নায়িকার আর্তির মত, যে এইক্ষ্ম হসীন বাদিয়াতেক্ষ্ম শত্রুদের হাতে পণবন্দী স্বামীর জন্য ছুটে বেড়ায়। আমরা পরিচিত হই কাশ্মীরের উগ্রবাদের সাথে গুলজারের ক্ষ্মমাচিসক্ষ্ম আমাদের পরবর্তীতে এই উগ্রবাদের সমস্যার প্রতি কিছুটা হলেও সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেও দেশীয় রাজনীতিতে আমরা আম আদমির কাছে কাশ্মীর বলতে মনে থেকে যায় ওই সানি দেওলের বিখ্যাত ডায়লগ ক্ষ্মদুধ মাঙ্গে তো ক্ষীর দেঙ্গে ওর কাশ্মীর মাঙ্গে তো চীর দেঙ্গেক্ষ্ম । পরবর্তীকালে নতুন দেশ ভক্তির জ্বর আসে বলিউডে কারগিল পরবর্তীতে হলেও মূলত ২০১৪ এর পরে অক্ষয় কুমার , ভিকি কৌশল প্রমুখ তারকাদের মুখ করে। এর বাইরে কাশ্মীর নিয়ে আমরা কেউ মাথা ঘামাই না , আবার ভারত আবার জেগে উঠি যখন আবার নৃশংস কোন জঙ্গি হানার বলি হতে হয় ভারতের মূল ভূখণ্ডের মানুষদের।

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা পাওয়া কাশ্মীর, পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে স্বাধীনতার পর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলেও যুদ্ধ ও জঙ্গী সংগঠন এই ভূখণ্ডকে ছেড়ে যায়নি। কাশ্মীর, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগ ও স্বাধীনতার পরেও থেকে গিয়েছিল স্থিতাবস্থায় স্বাধীন একটি মুসলমান অধ্যুষিত হিন্দু রাজার শাসনে থাকা রাজ্য হিসেবে। ওই বছর অক্টোবর মাসে পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করলে, মহারাজা হরি সিং ভারতীয় রাষ্ট্রের দারস্থ হোন কাশ্মীর রক্ষার জন্য। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে চুক্তির মাধ্যমে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তৎকালীন মহারাজা হরি সিং । ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মিলিটারি হাতে আছে কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশ, উত্তরের অংশ কিছুটা চীনের কাছে, কিছুটা পাকিস্তানের কাছে অধিকৃত অংশ হিসেবে থেকে যায়। সদ্য স্বাধীন দুটি দেশের মধ্যে চিরকালীন বিভেদের সূচনার বীজ সূত্র গাঁথা হয়ে যায় স্বাধীনতার বছর থেকেই।

১৯৪৭-৪৮ ও ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের সরাসরি কাশ্মীরকে নিয়ে দুই দেশের লড়াইয়ের পরেও যে ক্ষ্মলাইন অফ কন্ট্রোলক্ষ্ম সিমলা চুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয়েছিল তা বিনষ্ট হয়েছে বারবার। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আকসাই চীন নিয়ে চীনের সাথে লড়াইয়ের সামরিক বিপর্যয়ের পর, আবার ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত পাকিস্তান কাশ্মীরকে নিয়ে লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়। এরই মাঝে ১৯৭২ এ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম এবং সিমলা চুক্তি দুই দেশের বর্ডার লাইন ঠিক করলেও পরবর্তীকালে ক্ষ্মইসলামিক উগ্রবাদেরক্ষ্ম জন্মের সাথে সাথে অনুপ্রবেশ শুরু হয় । ১৯৮৯ সালের পর কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ক্ষ্মআফস্পারক্ষ্ম মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিতে বাধ্য হয়েছিল ভারত সরকার। যুদ্ধ থেমে গেলেও স্বাধীন কাশ্মীরের দাবিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের সূচনা হয়ে যায় উপত্যকায়, যার ফলশ্রুতিতে আশির দশকে প্রায় দশ হাজার প্রাণ যায় কাশ্মীরে, ১৯৯৯ এ কার্গিলে ঘটে অনুপ্রবেশ।

সবকিছুর পরেও কাশ্মীরের উন্নতির জন্য দুই সরকারের প্রচেষ্টায়, ৬০ বছর পর ২০০৮ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হয় স্থলপথে। কিন্তু উগ্রবাদীদের মদতে আবার কাশ্মীর অশান্ত হয়ে ওঠে ২০১০ এর পরবর্তীতে ভারত বিরোধী বিক্ষোভ ও পাথর ছোঁড়ার ঘটনা থামাতে গিয়ে প্রায় ১০০ জনের বেশি কাশ্মীরি যুবক প্রাণ হারায় প্রশাসনের হাতে। সাধারণ কাশ্মিরী দের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রায় শুরুর থেকেই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হয়। পরবর্তীকালে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের স্থানীয় কাশ্মীরি রা গুপ্তহত্যা এবং সরাসরি দাঙ্গার মাধ্যমে কাশ্মীর চ্যূত করে, আর স্থানীয় নিরপরাধ মানুষদের ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিরোধক বিভিন্ন আইনে ক্রমাগত খর্ব হতে থাকে।

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনীতি শুরু করে আলাদা খাতে বইতে ২০১৪ তে কেন্দ্রে বিজেপি আসার পর, হিন্দু প্রধান জম্মুতে ২০১৫ নির্বাচনে বিজয়ী হয় বিজেপি এবং মেহবুবা মুফতির সাথে প্রথম জোট সরকার করে কাশ্মীরে। লোকসভা নির্বাচনের আগেই পুলওয়ামা তে সন্ত্রাসবাদি হামলায় প্রাণ হারায় ৪৬ জন ভারতীয় সেনা কর্মী ও ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো বিজেপি কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিল করার সাথে সাথেই পুলিশের সুবিধা এবং কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা বাতিল কেরে তিনটি ইউনিয়ন টেরিটোরি তে ভাগে ভাগ করে দেয়া হয় কাশ্মীর কে। নতুন ডোমিসাইল আইন আনা হয় ২০২০ সালে। প্রথম সারির সমস্ত মিডিয়া ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের গৃহবন্দী করা হয়। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তের পর কাশ্মীরের রাজনীতিতে পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। প্রশাসনের তরফ থেকে ধর্মীয় প্রচারকদের মগজ ধোলাই এবং বেড়ে চলার ড্রাগ অ্যাডিকশন বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা নেয় কেন্দ্র। কাশ্মীরের নির্বাচনেও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি একটা অন্যতম ইস্যু হিসেবে উঠে আসে। কাশ্মীর থেকে ভারতের ক্রিকেট ও ফুটবল টিমের জায়গা পায় এবং ক্লাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কাশ্মীরে স্বনামধন্য তারকাদের নিয়ে ক্রিকেট খেলার লিগ হয়। পাকিস্তানের আগ্রাসনে চলে আসা কাশ্মীরের উগ্রবাদ এবং অস্থিরতার ইতিহাসের বিরাম লাগে উপত্যকায়। কাশ্মীরের মধ্যে যেভাবে আর্থিক তছরূপের ও পরিবার বাদের সমস্যা বাড়ছিল সেখানে আঘাত হানে কেন্দ্রীয় আইন। সংরক্ষণের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়ে কাশ্মীরের যুবক-যুবতীরাও দেশের বিভিন্ন পরীক্ষায় সফল হয়ে চাকরির সুযোগ পায় এবং আইএএস ও আইপিএস হয়ে দেশের প্রশাসনে যুক্ত হয়। মোটের ওপর দীর্ঘদিনের চলে আসা আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান ও সমস্যা বদলে কাশ্মীরের অর্থনৈতিক উন্নতি ও এলাকার নাগরিকদের আর্থিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মূল চাওয়া হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ কাশ্মীরি দের। স্বাধীনতার অভাব , মূলস্রোতের মিডিয়াকে সেন্সর করা, প্রভাবশালীদের উপরে রাষ্ট্রের নজর এই ধরনের অভিযোগ সত্ত্বেও কাশ্মীরের নির্বাচিত সরকার আসার পর দ্রুত রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল রাজ্যটি।

উপত্যকার জমির মালিকানার চরিত্র বদলে যাবে এই দাবি নিয়ে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তের পর কাশ্মীরের সাধারণ অধিবাসীরা আন্দোলনে নামে। সরকারের বজ্র আঁটুনি কাশ্মীরে আরো তীব্র হয়। সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয় কাশ্মীরের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃত্ব। ন্যূনতম ১৫ বছর থাকলে কাশ্মীরের জমি কিনতে পারবে এই শর্তে পাস হয় নতুন ডোমিসাল আইন ২০২০ তে। পরবর্তীকালে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের জন্য প্রায় দু লক্ষ ঘর ও জায়গার ব্যবস্থা করে সরকার। যদিও স্থানীয় স্তরে বক্তব্য ছিল যে মাত্র কুড়ি হাজারের মতো মানুষ গোটা কাশ্মীরে গৃহহীন ২০২১ এর সমীক্ষা অনুযায়ী। তাহলে এই বাকি অংশ কাশ্মীরের চরিত্র বদলে দেওয়ার জন্য ঘর এবং জায়গার মালিক হবে এই নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয় উপত্যকায়। সরকারি কড়াকড়ি এবং নিরাপত্তা র জন্য কাশ্মীরের প্রচলিত ফল এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রায় বিলুপ্ত হয় মানুষের আশা শুধুমাত্র বেঁচে ওঠে পর্যটনে। ভারতের জাতীয় স্তরের প্রায় দ্বিগুণ ১৮ু কাশ্মীরি বেকারত্বের সীমার অন্তর্ভুক্ত হয়। স্থানীয়ভাবে সরকারের তরফ থেকে দাবী করা হয় যে কাশ্মীরে শান্তি আছে, পাথর ছোঁড়ার ঘটনা নেই, দেশবিরোধী স্লোগান নেই।জি ২০ এর মিটিং এর আয়োজন করে পর্যটনে জোর দেয়া হয় কাশ্মীরে। কাশ্মীরের পর্যটন বিগত কয়েক বছরে আকাশ ছুঁয়েছিল সেখানে ২০২৫ এর পর্যটন মরশুমের শুরুতেই এই সন্ত্রাসবাদী হানা, শুধুমাত্র যে পর্যটনের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করল না, কোথাও যেন আমাদের ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত হওয়ার পর অস্থির কাশ্মীরের কথা মনে করিয়ে দিল। সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম কাশ্মীরকে পিছিয়ে নিয়ে গেল সেই অস্থির সময়ে।

লম্বা সময় ধরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভেদের অন্যতম কারণ এই কাশ্মীর। সেখানে সাধারণ নিরপরাধ পর্যটকদের নির্বিচারে ধর্ম চিহ্নিত করে হত্যার ঘটনায় ভারতীয় সরকার দৃঢ় প্রত্যাঘাতের অঙ্গীকার করেছে। পাকিস্তানের নাগরিকদের দেশ ছাড়ার আদেশ এবং জল চুক্তির স্থগিতাদেশ দিয়ে ও কূটনৈতিক সম্পর্ক আংশিক ছিন্ন করে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। কেউ দায় স্বীকার না করলেও ক্ষ্মলস্কর ই তৈবাক্ষ্ম জঙ্গি সংগঠন কে সাময়িক ভাবে দায়ী করা হচ্ছে। যদিও ক্ষ্ম রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টক্ষ্ম দাবি করেছে ৮৫০০০ অনৈতিক বাসিন্দা উপত্যকায় বসতি করার জন্য ই এই আক্রমণ। পাকিস্তান ও এই জঙ্গি হানার পরবর্তীতে বিভিন্ন কূটনৈতিক সংযোগ ছিন্ন,আকাশ সীমা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে।

কাশ্মীরের বর্তমান সময়ের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর মূল ভূখণ্ড থেকে যেভাবে কাশ্মীর সম্পূর্ণরূপে ভারতের অংশ হয়ে গেছে এবং এই কাশ্মীর পর্যটকদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে প্রচার করা হচ্ছিল আসলে তা বুদবুদের মত। কাশ্মীর আছে তার প্রথম দিনকারই চরিত্রে, যেখানে ভিতরে অবিশ্বাস আর বাইরে আর্থিক সমৃদ্ধির স্বপ্ন কাশ্মীরকে অস্থির করেই রেখেছে। বর্তমানে যেভাবে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ প্রত্যেকটি অঞ্চলে মদত পুষ্ট হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ই কুফল হয়তো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়া সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনাগুলি। যেটি আরো বিস্তৃতভাবে কাশ্মীরে গিয়ে হয়ে যায় জঙ্গিহানার ঘটনা। এরই মাঝে ঘটে যায় নিরাপত্তার গাফিলতি, হাজার হাজার মানুষের দৈনন্দিন ভ্রমণের জায়গা সম্পূর্ণ অসুরক্ষিত থাকে। রাজনীতির বেড়াজালে মাঝে মাঝেই ঘটে যায় এই ধরনের মারাত্মক ঘটনা যা সারা দেশকে নাড়িয়ে দেয়। তখন আর প্রাসঙ্গিক থাকে না এই উচ্চ সুরক্ষা বল এর মধ্যে কিভাবে জঙ্গীরা নির্বিচারে দীর্ঘ সময় ধরে ধর্মীয় জেরা করে ও সনাক্তকরণ করে অকালে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার সময় পাই সাধারণ ভারতবাসী কে, যারা আজন্ম লালিত বিশ্বাসে পর্যটক হিসেবে দেশের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে ভেবে থাকা কাশ্মীরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে যোগ দিতে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে পর্যটকদের আনাগোনা যে সময় কাশ্মীরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছিল, সেই সময় এই জঙ্গি হানা আসলে উপত্যকার রাজনীতিতে আবার পুরনো কালো দিন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ও রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাওয়ার আগে গণতন্ত্রে আঘাত ও অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মতামত: লেখকের ব্যক্তিগত

আবারও আন্তর্জাতিক জঙ্গি কার্যকলাপে রক্তাক্ত হল ভূস্বর্গ

শুভজিৎ বসাক

বালুচিস্তানে যখন স্বাধীনতা শুধুই সময়ের অপেক্ষা সেই সময়ে ভারতে কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পর্যটনকেন্দ্র পহেলগাঁওয়ের বৈসরন উপত্যকার জঙ্গিহানায় প্রায় ৩২ জন পর্যটকের মৃত্যু মর্মান্তিক পরিস্থিতি তৈরি করল। ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে ভূস্বর্গে যে পর্যটন শিল্পের জোয়ার এসেছিল তাতে সেখানে স্বাভাবিকতা ফিরে আসা প্রতিবেশী পাকিস্তানের সুবিধার ঠেকছিল না, এতে ভারতের অভ্যন্তরে তাদের জঙ্গি কার্যকলাপ যে অবরুদ্ধ হয়েছে তা স্পষ্ট হয়েছিল। সম্প্রতি পাক সেনাপ্রধান আসিফ মুনিরের গলায় ভারতীয় নিরাপত্তাকে কটূক্তি করে কাশ্মীর নিয়ে বহু উস্কানিমূলক বার্তা শোনা গিয়েছে তার যে কার্যকরী রূপ এই জঙ্গিহানা নয় তা জোরালো ভাবে বলা যায় না। এই হামলায় বিশ্ব জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে, এই হামলার কড়া উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। এই জঙ্গি হামলার নেপথ্যে দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন দ্য রিসেসটেন্স ফ্রন্ট যারা লস্কর-ই-তৈবার সামনের সারির দল।

এই বর্বর হামলার আঁচ সম্পর্কে আরও একটু ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন ছিল ভারতীয় নিরাপত্তা বলয়ের। এর অনেকগুলো কারণ আছে।

১) সম্প্রতি ৫ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ১৯৯১ সাল থেকে পালিত হওয়া 'কাশ্মীর সংহতি দিবস' উপলক্ষ্যে সেদেশের জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার নেতাদের সাথে হামাসের প্রবীণ নেতারা মিলে বৈঠক করে যা নিয়ে বিশ্ব রাজনীতি নতুন সমীকরণের সন্ধান দিয়েছিল। পাক কাশ্মীরে প্রতিবছরই ৫ই ফেব্রুয়ারি 'কাশ্মীর সংহতি দিবস' পালন করে পাকিস্তান সরকার যা মূলত ভারত বিদ্বেষী প্রচারের মঞ্চ এবং রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে জম্মু-কাশ্মীর ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে লাগাতার ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালিয়ে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করেও খুব একটা সুবিধা করতে না পেরে শেষ অবধি হামাস নেতাদের পিওকে-তে এই দিনে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়ে পাকিস্তান বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে, প্যালেস্তাইন ও কাশ্মীরের সমস্যা একই এবং গাজার মতোই ভয়ঙ্কর অত্যাচার চলছে কাশ্মীরের মুসলিমদের উপর- অর্থাৎ নতুন করে ভারত বিরোধী এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাম্প্রদায়িক ঘুঁটি সাজানোর চেষ্টা করে তারা যে বিষয়টি নিয়ে সারা বিশ্বে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল যা নিয়ে ভারতের আরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন ছিল।

২) বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অশান্তি এবং লাগাতার ভারত বিদ্বেষী প্রচারের পিছনে যে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর হাত রয়েছে তাতে তাঁরা নিঃসন্দেহ প্রকাশ করে বারবার এও জানিয়েছেন যে উত্তর-পূর্ব ভারতের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও নতুন করে সন্ত্রাস ছড়াতে বাংলাদেশকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে আইএসআই। সেই লক্ষ্যেই বাংলাদেশ-পাকিস্তান সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হওয়ার প্রসঙ্গ পাকা হয়েছে এবং যাত্রী বিমান পরিষেবার আগে প্রাথমিকভাবে 'ফ্লাই জিন্না' কার্গো ফ্লাইটে জোর দেওয়া হয়েছে যেখানে অবিশ্বাস্যভাবে অসামরিক উড়ানে যাবতীয় সিকিওরিটি চেকিং ব্যবস্থাও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার তুলে দিয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা; বকলমে আইএসআই পরিচালিত 'সংবিধানহীন' বাংলাদেশে খুব সহজেই পাক বাণিজ্যিক বিমানে অস্ত্রশস্ত্র, সাদা পোশাকে সেনার লোকজন এবং বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের আনা সহজ হচ্ছে বাংলাদেশে আর এদের পক্ষে সীমান্তবর্তী অঞ্চল যেমন বিহার-নেপাল, বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ এছাড়াও চীন সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে চোরাপথে ভারতে ঢোকা অস্বাভাবিক মোটেই নয়।

তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর ইজরায়েলে প্রবেশ করে হামাসের তাণ্ডবের (হামাসের নাম না-করে) স্পষ্ট নিন্দা করলেও ভারত সরকার ইজরায়েল, আমেরিকার বারবার আর্জি জানানো সত্ত্বেও তাদের কখনই জঙ্গি সংগঠনের তকমা না দিয়ে পরিস্থিতির ওপরে নজর রেখেছিল। আর ভারতের ভূখণ্ডে হামাসের সক্রিয় হয়ে ওঠা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মতে ইজরায়েলের হাতে পর্যদুস্ত হয়ে প্যালেস্তাইনে হামাস কার্যত দুরমুশ হয়ে যাওয়ায় জঙ্গি সংগঠনটির শীর্ষস্থানীয় বেশির ভাগ নেতাই হয় নিহত নয়তো ভয়ে গা ঢাকা দেওয়ায় তাদের অস্তিত্বের সঙ্কট মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি আমেরিকার নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে বন্ধু ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে পাশে বসিয়ে গাজা দখল করে নতুন করে তাকে গড়ে তোলার ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে হামাসের পক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের বিকল্প আশ্রয় খোঁজাটা খুব একটা অস্বাভাবিক ছিল না। একইসাথে ইজরায়েল স্থল ও জল সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ায় গাজায় কোণঠাসা হামাস কোনওক্রমে যুদ্ধের অস্ত্র জোগাড়ে মরিয়া চেষ্টা চালানোর মুহূর্তে পাকিস্তান থেকে অস্ত্রের ব্যাপারে কোনওরকম আশ্বাস না পেয়ে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে সায় দিয়ে তারা এতটা পথ পাড়ি দিতে আগ্রহী হত না কারণ পাকিস্তান এমনিতেই বেআইনী পথে অস্ত্র জোগাড়ে পটু তার উপর চিনের মত দেশ তাদের বন্ধুরাষ্ট্র।

এতগুলো আন্তর্জাতিক বিষয়ের সাথে ভারতে হামাসের পক্ষে বড় সোচ্চার হতে দেখা যায় বেশ কিছু নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও নির্দিষ্ট রঙের কিছু নিকৃষ্ট রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের যারা এদের জন্য 'আজাদীর' নামে অনর্গল গলা ফাটিয়ে যায়, এরা নিজেরাও ভুল পথে চলে দেশের ক্ষতি করেছে, করছে সাথে মানুষকেও হেনস্থা করে যায় ভুল বক্তব্যের মাধ্যমে। হায়! দেশের মধ্যেই রক্তবীজের ঝার লুকিয়ে রয়েছে যা এতগুলো প্রাণের বিনিময়ে আজ প্রমাণিত হল। শত্রু শত্রুই হয়, ওদের জন্য গলা ফাটিয়ে দেশের ক্ষতি না করাই নিরীহ ভারতবাসীর পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। রাষ্ট্রনীতি এই বিষয়ে কঠোর হোক, সরকার ও বিরোধী তরজা এখানে ভিত্তিহীন কারণ এই সঙ্কট সারা দেশের। সব মিলিয়ে এটা স্পষ্ট যে আবারও আন্তর্জাতিক জঙ্গি কার্যকলাপে রক্তাক্ত হল ভূস্বর্গ, প্রাণহীন হল সাধারণ ভারতবাসী।

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এক কংগ্রেস কাউন্সিলর সহ দলের ৬ জনের অনাস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: তৃণমূল পরিচালিত পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একজন কংগ্রেস কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে দলেরই ৬ জন তৃণমূল কাউন্সিলর মোট ৭ জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন। বৃহস্পতিবার রঘুনাথপুর মহকুমা শাসকের কাছে জমা দেওয়া অনাস্থা প্রস্তাবে রঘুনাথপুর পুরসভার ৭জন কাউন্সিলর অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন। অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে যেসব কাউন্সিলর স্বাক্ষর করেছেন তাঁরা হলেন মৃত্যুঞ্জয় পরামাণিক, প্রণব দেওঘরিয়া, মালবিকা সাই, সুশান্ত শেখর ঘোষ, আনন্দ বাউরি, জয়দেব বাগতি ও একজন কংগ্রেস কাউন্সিলর রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার তারা রঘুনাথপুরের [illegible] কাছে বর্তমান রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউরির বিরুদ্ধে ৮টি অভিযোগ জানিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। তাঁদের অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে বর্তমানে পুরপ্রধান পুরসভার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলি আমাদের

অন্ধকারে রাখিয়া একক সিদ্ধান্তে করিয়া যাইতেছেন। ফলে দিনের পর দিন পুরপ্রধান বিভিন্ন কাজে দুর্নীতি করছেন। তাই পুরপ্রধানের এই মনোভাবের ফলে রঘুনাথপুরের মানুষ হেনস্থা হচ্ছেন। এছাড়াও ভুয়া বিল বানিয়ে টাকা তুলছেন বলে অভিযোগ এনেছেন। আবার বিনা টেন্ডারে ও বৈধ টেন্ডার পদ্ধতি ছাড়াই অনেক কাজ কাউন্সিলরদের আপত্তি সত্ত্বেও নিজস্ব ঠিকাদার নিয়োগ করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে কাজ করিয়েছেন ও বর্তমানেও কাজ করাচ্ছেন ইত্যাদি।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে রঘুনাথপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তরণী বাউরি জানান, কোনও রকম দুর্নীতি হয়নি। সমস্ত কাজ নিয়ম মেনেই করা হয়েছে। যে সমস্ত কাউন্সিলর তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন তাঁরা পুরসভায় অবৈধ ভাবে কাজ করে দুর্নীতি করতে না পারার জন্যই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন। রঘুনাথপুরের [illegible] বিবেক পঙ্কজ অনাস্থা প্রস্তাব পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেছেন, নিয়ম মেনেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মোমবাতি জ্বালিয়ে জঙ্গি হানায় মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা কংগ্রেস কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত দু'দিন আগে কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় মৃত্যু হয় পর্যটকদের। ঘটনার প্রতিবাদে দেশজুড়ে শোকাহত দেশের মানুষ। দেশজুড়ে চলছে মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে পানাগড় বাজারের চৌমাথা মোড়ে ইন্দিরা গান্ধী মূর্তির সামনে মৃত পর্যটকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করেন কংগ্রেস কর্মীরা।

এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি পুরব ব্যানার্জি, কংগ্রেস নেতা ধর্মেন্দ্র শর্মা, জেলার নেতা দেবাশিস বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। ব্লক সভাপতি এদিন মৃতদের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী বারবার ৫৬ ইঞ্চি ছাতি ফুলিয়ে বলতো যে দেশ নাকি সুরক্ষিত। যদি দেশ সুরক্ষিত থাকে তা হলে পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা এসে একজন মানুষকে গুলি করে চলে গেল। তা হলে মানুষের সুরক্ষা কোথায়। এদিন বিধানসভার বাইরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পোড়ানোকে কটাক্ষ করে বলেন উনি যা করছেন ওটা তার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন দেশের মানুষের সামনে।

অন্যদিকে নাকি শুভেন্দু অধিকারী স্লোগান দিতে গিয়ে বলেন হিন্দুস্থান মুর্দাবাদ। ওঁর সম্পর্কে অযথা বলে কোনও লাভ নেই। মানুষ দেখছে উনি আসলে কি। তিনি বলেন, মৌলবাদের কোনও ধর্ম হয় না। শুভেন্দুবাবুরা বারবার হিন্দুকে মারা হয়েছে বদলা নিতে হবে। এই বলে ধর্ম টেনে নিয়ে আসছেন। ওই দিন ঘটনার পর পর্যটকদের জন্য যিনি জীবন দিয়েছেন সেই একজন মুসলিম। আবার যিনি আহতদের পিঠে করে উদ্ধার করেন তাঁরাও সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা ও মুসলিম। আসলে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করাটাই এদের কাজ।

কাশ্মীর পেহেলগাঁও কাণ্ডে নিহত নিরীহ পর্যটকদের মৃত্যুর ও হামলার প্রতিবাদে মোমবাতি মিছিল তিন নম্বর ওয়ার্ডে। কলেজ পাড়া রেনবো স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে এই প্রতিবাদ মিছিল রক্ষাকালীতলায়।

কাশ্মীর গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত, মৃত্যু অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কিছুদিন আগে এলাকারই কিছু বন্ধু ও পরিচিতদের সঙ্গে কাশ্মীরে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করেন। সেই মতো ওই ট্যুর সংস্থার হাত ধরেই সবটা পাকা হয়। কাশ্মীর বেড়াতে গিয়ে মৃত্যু হল বিভাস শীল নামে এক বৃদ্ধের। অবসরপ্রাপ্ত ওই সরকারি কর্মীর বাড়ি উত্তরপাড়ায়। সেখানে গঙ্গার ধারে একটি ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ও ছেলে বরানগরে থাকেন।

১১ এপ্রিল তাঁরা কাশ্মীরের উদ্দেশে রওনা দেন। গত ২২ তারিখ পহেলগাঁও থেকে শ্রীনগর স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাওয়ার সময় বাকসিনগরের কাছে বাসে আচমকাই অসুস্থ বোধ করেন ওই বৃদ্ধ। সেখান থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই তাঁর মৃত্যুর খবর পৌঁছে গিয়েছে পরিজনদের কাছে। শোকের ছায়া পরিবারে। আত্মীয়রা জানাচ্ছেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই জ্বর-সর্দি হয়েছিল বিভাসবাবুর। ফোনে বাড়ির লোকজনকে সে কথা জানান। কিন্তু, একেবারে যে হার্ট অ্যাটাক তাঁর প্রাণ কেড়ে নেবে তা ভাবতে পারছেন না পরিবারের কেউই। যদিও অনেকেই মনে করছেন, বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসুস্থতা থেকেই আচমকা হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়েছেন তিনি। শুক্রবারই বাড়িতে ফিরছে তাঁর মরদেহ।

কাশ্মীর পেহেলগাঁও কাণ্ডে নিহত নিরীহ পর্যটকদের মৃত্যুর ও সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিবাদে সিউড়ি শহর সিপিআইএমের ধিক্কার সভা সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে সিপিএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা ও পর্যটকদের হত্যার প্রতিবাদে মিছিল করল সিপিএম। অন্যান্য জায়গার সাথে বৃহস্পতিবার মিছিল হয় খনি অঞ্চলের বহুলা ও উখড়াতেও। এদিন বিকেলে বহুলা মোড় থেকে হরিপুর বাজার পর্যন্ত মিছিল করে সিপিএম কর্মী সমর্থকরা। মিছিল শেষে হরিপুর বাজারে হয় প্রতিবাদ সভা। উপস্থিত ছিলেন সিপিএম নেতা বিনোদ সিং, সুভাষ বাউরি, মানবেন্দ্র চ্যাটার্জি সহ অন্যরা। অন্যদিকে এদিন সন্ধ্যেবেলায় উখড়াতেও মিছিল করে সিপিএম। স্কুল মোড় থেকে মিছিল শুরু হয় বাজপাই মোড়, সিনেমা হল, বাজার হয়ে স্কুল মোড়ে এসে শেষ হয় মিছিল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন অঞ্জন বক্সি, দেবমিতা সরকার, স্বর্ণময় ব্যানার্জি, মনোজ মুখার্জি সহ অন্যরা। এদিনের মিছিলে কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা ও পর্যটকদের খুনের তীব্র নিন্দার পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করা হয়।

নিহত আইবি অফিসারকে শেষ শ্রদ্ধায় সর্বস্তরের মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: জম্মু কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে জঙ্গি হামলায় নিহত আইবি অফিসার মনীশরঞ্জন মিশ্রের পার্থিব দেহ কফিনবন্দি হয়ে পহেলগাঁও থেকে আকাশ পথে রাঁচি পৌঁছয়। রাঁচির সিআইএসএফ ক্যাম্পে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এরপর রাঁচি থেকে পুরুলিয়ার ঝালদা শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়িতে পৌঁছয় বৃহস্পতিবার দুপুরে।

ঝালদা শহরের বাড়িতে প্রথমে তাঁর দেহ নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে মনীশরঞ্জন মিশ্রের স্ত্রী জয়া মিশ্রকে অজ্ঞান অবস্থায় স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হয় মৃতদেহের সামনে। পুত্র ও কন্যা বাবার মরা মুখ দেখেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। এরপর মনীশরঞ্জন মিশ্রের বাবা মা সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে শেষ দেখা দেখে অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরিস্থিতি খুব খারাপ অবস্থায় পৌঁছতেই দ্রুত বাড়ি থেকে আই বি অফিসারের মরদেহ ঝালদা শহরে বের করা হয়। ঝালদা শহরের মানুষ দেহ পৌঁছতেই তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ও শেষ দেখা দেখতে ঝালদা শহরের রাস্তায় আট থেকে আশি, দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এলাকাবাসী তাদের ঘরের ছেলেকে চোখের জলে বিদায় জানায়। ঝালদাবাসী দেশের জাতীয় পতকা হাতে নিয়ে মনীশ মিশ্র অমর রহে স্লোগান দিয়ে নিহত আইবি অফিসারকে শেষ বিদায় জানান। মনীশ রঞ্জন মিশ্রের কফিন বন্দি দেহ শববাহী গাড়িতে করে ঝালদা শহরে পরিক্রমা করে। প্রায় ১০০ফুটের জাতীয় পতাকা সামনে নিয়ে হাজার হাজার মানুষ এই পরিক্রমায় পা মেলায়। ঘটনাস্থলে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতির সামাল দেন। জঙ্গি হামলায় নিহত আইবি অফিসারকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষজন থেকে মন্ত্রী, সাংসদ বিধায়ক, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ প্রশাসনের ও জনপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাত সহ বিজেপির একাধিক বিধায়কগণ সহ জেলা বিজেপির বিভিন্ন পদাধিকারীগণরা।

অন্যদিকে বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শান্তিরাম মাহাত, পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, সহ সভাধিপতি সুজয় ব্যানার্জী,পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া,বাঘমুন্ডি বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক সুশান্ত মাহাত সহ অন্যান্যরা উপস্থিত হয়েছিলেন এদিন শেষ বিদায় জানাতে। উপস্থিত হয়েছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা পুরুলিয়া জেলা জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নেপাল মাহাত সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।এছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ববৃন্দরা উপস্থিত হয়েছিলেন এদিন মনীশরঞ্জন মিশ্রকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

আইবি অফিসার মনীশ রঞ্জন মিশ্রের মরদেহ ঝালদা শহর পরিক্রমা করার পর এদিনই শেষ কৃত্যের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ঝালদার শ্মশান ঘাটে। সেখানেই তাঁর দেহের শেষ কৃত্য সম্পন্ন করা হয়। বৃহস্পতিবার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে ঝালদাবাসী ঝালদায় ১২ ঘণ্টার বনধ ডাক দেয় সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই বনধ চলে। সর্বস্তরের মানুষজন এই বনধকে সমর্থন জানিয়ে বনধ সফল করতে এগিয়ে আসেন।

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং ৪২-সি,
জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/110/2019

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
সানিশ এস নায়ার এবং অন্যান্য

প্রতি,
(সিডি ১) সানিশ এস নাইর,
৮৪/১, ধীরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি রোড, আলমবাজার, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০০৩৫
(সিডি ২) নবমিতা এস নাইর,
৮৪/১, ধীরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি রোড, আলমবাজার, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০০৩৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/47/2016** অনুযায়ী পরিমাণ **৪৯২৩৩৪৪.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ তেইশ হাজার তিনশ চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১২.৭ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৫.০১.২০১৬** থেকে ও.এ. সমুদয় শুল্ক আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।

২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।

৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।

৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১২.০৬.২০২৫** তারিখে সকাল **১১.৩০টায়** পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।

৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২৮.০১.২০২৫

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ভারত সরকার
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
(ডিআরটি - ৩)

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ফাল্গুন বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৪র্থ তল, আর নং ৩০৪এ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০৬৯ সম্পর্কিত

দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''রাজস্থান রাজ্যে'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৪র্থ তল, আর নং ৩০৪এ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০৬৯

আবেদনকারীর পক্ষে
ফাল্গুন বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ২৪.০৪.২০২৫ জিতেন্দ্র আগরওয়াল
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর (ডিন : ০০৫০০৬৪৭)

ফর্ম নং আইএনসি-১৯
বিজ্ঞপ্তি
[২০১৪ সালের কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ২২ সংস্থান অনুযায়ী]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৪)(ii) অনুসারে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুসারে গঠিত ধারা ৮ সংস্থান অধীনে **স্যান্ড গ্রেইনস ফাউন্ডেশন (CIN : U80301WB2021NPL245444)** নামক কোম্পানিকে **প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে** রূপান্তরের জন্য রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে।

২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ
- ভারতের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজের সাথে সহযোগিতা, উৎসাহ, সমর্থন, সহায়তা, পরিচালনা এবং সহযোগিতা করা, অভাবী শিক্ষার্থী এবং ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শিক্ষাগত ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- পরিবেশগত স্থায়িত্ব, পরিবেশগত ভারসাম্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুরক্ষা, প্রাণী কল্যাণ, কৃষি বনায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং মাটি, বায়ু এবং জলের মান বজায় রাখা নিশ্চিত করা।
- গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে ভারতের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সময়ে সময়ে অনুমোদিত ভারত সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলির সাথে সহযোগিতায় সহায়তা প্রদান করা।
- কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ১৩৫ ধারার অধীনে অথবা বর্তমানে কার্যকর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত অন্য কোনও আইনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যকলাপ গ্রহণ করা।
- বাণিজ্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ক্রীড়া, শিক্ষা, গবেষণা, সমাজকল্যাণ, ধর্ম, দাতব্য, পরিবেশ সুরক্ষা বা এই জাতীয় অন্য কোনও উদ্দেশ্যকে উৎসাহিত করা; অধিকন্তু, এটি তার উদ্দেশ্য প্রচারে তার লাভ, যদি থাকে, বা অন্য কোন আয় প্রয়োগ করতে চায়;

৩. কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ইকোস্পেস বিজনেস পার্ক, ব্লক ৪এ, ৭ম তল, অ্যাকশন এরিয়া II, নিউ টাউন, কলকাতা ৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - এই ঠিকানায় দেখা যাবে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরোধিতাকারী যেকোনো ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি, কর্পোরেশন বা সংস্থা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধক, কলকাতা নিজাম প্যালেস, দ্বিতীয় এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ এবং রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গের কাছে, এবং রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, নিজাম প্যালেস, দ্বিতীয় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গের কাছে একটি চিঠির মাধ্যমে আপত্তি জানাতে পারবেন, যার একটি অনুলিপি আবেদনকারী কোম্পানির ইকোস্পেস বিজনেস পার্ক, ব্লক ৪এ, ৭ম তল, অ্যাকশন এরিয়া II, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ প্রেরণ করতে হবে।

তারিখ ২৫ এপ্রিল, ২০২৫
স্যান্ড গ্রেনস ফাউন্ডেশনের পক্ষে
আবেদনকারীর নাম (গুলি)
১. মনীশ ভারতিয়া (ডিন ০১৭৪৬৫৩৪)
২. রজনী ভারতিয়া (ডিন ০০৭৮৪৭৪১)

মহিলা বিকাশ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

ঠিকানা- অম্বিকা কুন্ডু লেন, রামরাজাতলা, পোঃ- সাঁতরাগাছি, হাওড়া-৭১১১০৪
রেজিঃ নং ঃ- ১১/ ৯২-৯৩, তারিখ- ০১/ ১২/ ১৯৯২

খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের সহ নিবন্ধক তথা হাওড়ার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া আমরা শ্রী মৃনাল কান্তি কুন্ডু, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং সুরজিৎ সাহা, সমবায় পরিদর্শক তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার এতদ্বারা মহিলা বিকাশ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্যাগনকে জানাইতেছি যে অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত নির্বাচন ক্ষেত্র (Constituency/ Zone) ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা আজ অর্থাৎ ইং ২৫.০৪.২০২৫ তাং. এ প্রকাশিত হইল যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হইবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকিলে তাহা লিখিতভাবে ইং ১৩.০৫.২০২৫ তাং. এর মধ্যে সমিতির প্রধান কার্যালয়ে যে কোনও কাজের দিনে দুপুর ০১.০০ টা থেকে ০৩.০০ টার মধ্যে জমা দিতে পারিবেন। উপরিউক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ১৪.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.০০ টা থেকে সহকারী রিটার্নিং অফিসারগনের (Assistant Returning Officer/ARO) দ্বারা সমিতির প্রধান কার্যালয়ে শুনানি হইবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) ঐ একই দিন অর্থাৎ আগামী ইং ১৪.০৫.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হইবে।

অনুমত্যানুসারে

মৃনাল কান্তি কুন্ডু
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
মহিলা বিকাশ কো-অপারেটিভ
ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

সুরজিৎ সাহা
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
মহিলা বিকাশ কো-অপারেটিভ
ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৩.০৫.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৮৩.১৬ লাখ টাকা (০২.১২.২০২৪ অনুযায়ী)** চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **অ্যাবকে ট্রেডিং কোম্পানি, ডিরেক্টরগণ : শ্রী মনোজ আগরওয়াল, শ্রী গিরিধারি লাল আগরওয়াল, শ্রীমতী নমিতা আগরওয়াল এবং শ্রীমতী বিনা আগরওয়াল, জামিনদাতা : অর্জুন লাল কয়াল, কর্পোরেট জামিনদাতা : অ্যাবকে ট্রেডস প্রা. লি.** রেজি অফিস - ১২এ, রাওডন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭, গোডাউন - ৪, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ১১তম তল, পো. প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৩ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য : **৩১,৮৪,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা - **৩,১৮,৪০০.০০ টাকা** এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

একটি অফিস স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ৫২৮ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া (বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৬৬০ বর্গফুট) (যেমন ভিত্তিতে) জি-১০ তলা ভবনের ১১শ তলায়, ৪ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, পো : প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩, থানা : বউবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৬,কেএমসি পৌর সংস্থা অধীন, দলিলনং ০২২২১ তারিখ ০৩.০৩.২০০৫, সম্পত্তি **আবকে ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড। (সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৭৭১৫৫৪৭৫৪৭৭), দায়বদ্ধতা : হাইকোর্ট মামলা নং ১৬৩-২০২৪ সালের।**
রক্ষণাবেক্ষণ ফি : ৮৯,০৫২.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৬.০৫.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৩.০৫.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৩০.৭৯ লাখ টাকা (২৬.০২.২০২৫ অনুযায়ী)** চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণ সহ পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স শুভজিৎ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত,** পিতা শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, কল্যাণ নগর, মজুমদার ভিলা, পো. কল্যাণ নগর, ভায়া পানশীলা, থানা - খড়দহ, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১২ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য : **১৩,৩৭,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা - **১,৩৩,৭০০.০০ টাকা** এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - **১০,০০০.০০ টাকা**

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ৭ এবং ৮ পরিমাণ আনুমানিক ২৪০ বর্গফুট একতলায় ব্লক -১। উত্তর দিকে অবস্থিত মৌজা : কেরুলিয়া, হোল্ডিং নং ৮/৫১৩, ওয়ার্ড নং ১৭, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, বহুতল ভবনে নাম মজমদার ভিলা, এডিএসআরও, বারাকপুর অধিক্ষেত্রে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অরুণ কুমার ভাদুড়ী এর ভবন ; দক্ষিণে : প্লট নং বি ; পূর্বে : ৫ ফুট চওড়া নিকাশি ; পশ্চিমে : ওল্ড ক্যালকাটা রোড। সম্পত্তি কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ২১১৮ তারিখ ০৮.০৩.২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও-বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।
সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৭৮২৭২৫৩১৮৯৪।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৬.০৫.২০২৫	স্বত্ব দখলীকৃত	যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ২৫.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

SBI
আরএসিপিসি বিধাননগর (১৫৩৪২)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল)
১/১৬, ভিআইপি রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪

পাবলিক নোটিশ

সুদীপ্ত মুখার্জির নামে মূল স্বত্ব দলিল নং ১-০৩৭০৬- ২০১৪ সালের -হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কিত

নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনাদের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করছে যে, উক্ত **স্বত্ব দলিল নং ১-০৩৭০৬-২০১৪ সালের, সম্পত্তি সুদীপ্ত মুখার্জি, পিতা শ্রী সুনির্মল মুখার্জির নামে,** সাকিন ফ্ল্যাট নং ৮, ১৫এ, গোবিন্দ মন্ডল লেন, পো এবং থানা : কাশীপুর, কলকাতা : ৭০০০০২, যথাযথভাবে সম্পাদিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর কাশীপুর দমদম সমীপে, পাওয়া যাচ্ছে না এবং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার বিধাননগর এর হেফাজত থেকে ১০.০১.২০২৫ তারিখ থেকে।

সংশ্লিষ্ট উক্ত দলিলের স্থানান্তরিত হওয়া/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি মানিকতলা থানায় উল্লেখ্য **জি ডি ই নং ১৭৯৫, তারিখ ২৪.০৪.২০২৫** হিসেবে নথিভুক্ত দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি/দলিলের বিষয়ে কোনও দাবি,অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ২৫.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই আরএসিপিসি বিধাননগর

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত,** নির্ধারিত ঋণদাতা, **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' ২৮.০৫.২০২৫ তারিখে আইএনআর ২,৬২,৯৪,৬৮২ টাকা (দুই কোটি বাষট্টি লাখ চুরানব্বই হাজার ছশো বিরাশি টাকা) ০৫.০৪.২০২৫ অনুযায়ী,** (দাবি নোটিশ তারিখ ২৭.০৬.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত আইএনআর ২,৩৩,৫২,৩৫৭ টাকা (দুই কোটি তেত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার তিনশ সাতান্ন টাকা) চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/জামিনদাতাগণ-এর কাছ থেকে যেমন **(১) মেসার্স এন ডি মার্বেল (২) শ্রী নরেন্দ্র নাথ দাস (৩) আদিত্য দাস (৪) তনুশ্রী দাস (পরবর্তীতে একত্রে ''ঋণগ্রহীতাগণ'' হিসেবে উল্লিখিত)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদের বিবরণ

১. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৩ ছটাক ১২ বর্গফুট এবং তদস্থিত টালির শেড পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট , অংশ আরএস দাগ নং ৯৫০ এবং ৯৫১, আরএস খতিয়ান নং ৩৯৮, জেএল নং ২, মৌজা : বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৮ এইচ, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১২৯ , কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

২. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১১২ বর্গফুট এবং খ) জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ২ ছটাক ২৩ বর্গফুট এবং তদস্থিত টালির শেড নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১০০ বর্গফুট অবস্থিত অংশ এলআর দাগ নং ৮৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৪, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, মৌজা এবং থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪২৮ এবং ১৯৩এ/২, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড (কর নথি অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৩১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

৩. জমির পরিমাণ আনুমানিক ২ কাঠা ৮ ছটাক ১১ বর্গফুট এবং তদস্থিত নির্মাণ অংশ দাগ নং ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৮৬৯ (অংশ) এবং ৯৯৭ খতিয়ান নং ৩৯৮ এবং ৩৯৭, জেএল নং ২ বৌজা বেহালা, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ২৬৬জি, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, (কর নথি অনুযায়ী) পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৩১ , কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিবরণ	তপশিল-১ অনুযায়ী	
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮.০৫.২০২৫ সময় : সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত, প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে	
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৫.০৫.২০২৫ বিকেল ৪ টার মধ্যে।	
সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর, সম্পত্তি নং ১- ১,২৯,৫২,৯৮০ টাকা (এক কোটি উনত্রিশ লাখ বাহান্ন হাজার নয়শত আশি টাকা) *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/গুলি বিক্রি হবে না।	সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর সম্পত্তি নং ২- ১,১৪,৩৯,০৪৫ টাকা (এক কোটি চৌদ্দ লাখ উনচল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা) *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/ সম্পত্তি/গুলি বিক্রি হবে না।	সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর। সম্পত্তি নং ৩- ৬৮,৬৬,৬৪০ টাকা (আটষট্টি লাখ ছেষট্টি হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা) *সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তি/গুলি বিক্রি হবে না।
বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : আইএনআর -১২,৯৫,২৯৮ টাকা (বারো লাখ পঁচানব্বই হাজার দুশো আটানব্বই টাকা) টাকা	বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : আইএনআর -১১,৪৩,৯০৪ টাকা (এগারো লাখ তেতাল্লিশ হাজার ন'শো চার টাকা) টাকা	বায়না জমা (আরপি এর ১০ শতাংশ) : আইএনআর -৬,৮৬,৬৬৪ টাকা (ছয় লাখ ছিয়াশি হাজার ছয়শো চৌষট্টি টাকা) টাকা

ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ (এক লাখ টাকা) টাকা।

যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট লিঙ্ক : **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** এবং **www.axisfinance.in**

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণকেক উক্ত ঋণ বিষয়ে এবং উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে।

তারিখ : ২৩.০৪.২০২৫
স্থান : দিল্লি
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

এইচডব্লিউএল ট্রেডার্স লিমিটেড
CIN : U64300WB2022PLC255148
রেজি. অফিস : সার্কুলার কোর্ট, ৮ এ.জে.সি. বোস রোড, ৫ম তল, রুম নং ৪৭, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন : +৯১ ০৩৩ ২২৮২৩৫৮৫

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং (''আইন'') এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে এবং সম্মতিতে, যা ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০ এবং ০৯/২৪ তারিখের সাথে পঠিত, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ সার্কুলার'') দ্বারা জারিকৃত (আপাতত বলবৎ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত যেকোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তন বা পুনঃপ্রণয়ন সহ), এইচডব্লিউএল ট্রেডার্স লিমিটেড (''কোম্পানি'') সদস্যদের অনুমোদন কোম্পানির নাম পরিবর্তন এবং এর ফলে কোম্পানির স্মারকলিপিতে সংশোধনের জন্য শুধুমাত্র ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার (''রিমোট ই-ভোটিং'') মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আবেদন করা হচ্ছে।

অধিকন্তু, এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ১৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ (''নোটিশ'') এবং ২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেই সকল সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের নাম ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'')/সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (''সিডিএসএল''), (এখন থেকে, ''ডিপোজিটরি'' নামে পরিচিত) থেকে প্রাপ্ত সদস্যদের নিবন্ধন/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় শুক্রবার, ১৮ এপ্রিল, ২০২৫ (''কাট-অফ তারিখ'') তারিখে উপস্থিত রয়েছে এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'') অথবা তাদের ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত করেছেন। পূর্বোক্ত এমসিএ সার্কুলারে উল্লেখিত প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানিটি শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক আকারে নোটিশটি পাঠিয়েছে। পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রিপেইড ব্যবসায়িক উত্তর খামের সাথে নোটিশের হার্ড কপি এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য পাঠানো হয়নি। বিজ্ঞপ্তিটি সিডিএসএল-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য নোটিশটি পাননি, তারা preeti.choudhary@indiaglycols.com ঠিকানায় লিখতে পারেন।

অধিকন্তু, আইনের ধারা ১০৮ এবং প্রযোজ্য নিয়ম অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসার ক্ষেত্রে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য সিডিএসএল-কে নিযুক্ত করেছে। সকল সদস্যকে অবহিত করা হচ্ছে যে (ক) **রিমোট ই-ভোটিং শুক্রবার, ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১০টা (আইএসটি)** শুরু হবে; (খ) **রিমোট ই-ভোটিং শনিবার, ২৪ এপ্রিল, ২০২৫ বিকাল ৫টা (আইএসটি)** শেষ হবে; (গ) রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য সদস্যদের অধিকার গণনার শেষ তারিখ হল **শুক্রবার, ১৮ এপ্রিল, ২০২৫**; (ঘ) রিমোট ই-ভোটিং বিকেল ৫ টার (আইএসটি) পরে অনুমোদিত হবে না। **শনিবার, ২৪ এপ্রিল, ২০২৫** তারিখে এবং রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে (ঙ) কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **শুক্রবার, ১৮ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে** ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে যার নাম লিপিবদ্ধ আছে কেবল তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন এবং কাট-অফ তারিখে সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত; (চ) রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার নির্দেশাবলী, যার মধ্যে রয়েছে যে সদস্যরা বাস্তব আকারে শেয়ার ধারণ করছেন বা যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে কীভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন, তা নোটিশে দেওয়া আছে; এবং (ছ) কোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা ১৮০০ ২১ ০৯৯১১ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠাতে পারেন। সদস্যরা preeti.choudhary@indiaglycols.com ঠিকানায় ই-মেইল করতে পারেন অথবা প্লট নং ২-বি, সেক্টর ১২৬, নয়ডা ২০১৩০৪, উত্তরপ্রদেশের প্রধান কার্যালয়ে একটি চিঠি পাঠাতে পারেন। যদি আপনি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর সাথে আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকেন, তাহলে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাওয়ার জন্য ইমেল আইডি নিবন্ধনের জন্য অনুগ্রহ করে নীচের পদ্ধতি অনুসরণ করুন :

ফিজিক্যাল হোল্ডিং	যারা ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেন তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড (''দি আরটিএ'') ঠিকানায় এফ-৬৫, ২য় তল, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-১, নয়াদিল্লি ১১০০২০ ঠিকানায় অথবা admin@mcsregistrars.com ঠিকানায় ইমেল করে সদস্যের নাম, ফোলিও নম্বর এবং ঠিকানা উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্রের একটি কপি, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি, আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি কপি (সামনে এবং পিছনে) পাঠাতে হবে।
ডিম্যাট হোল্ডিং	ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা উপরে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করুন - ফিজিক্যাল হোল্ডিং এবং ফোলিও নম্বরের পরিবর্তে ১৬ সংখ্যার ডিপিআইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি পাঠান, সাথে স্ব-প্রত্যয়িত ক্লায়েন্ট মাস্টার কপি বা একত্রিত ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের স্ক্যান কপিও পাঠান।

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নোটিশের সফট কপি এবং ই-ভোটিং নির্দেশাবলী এবং ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করুন। কোম্পানি শ্রী আশিস সাক্সেনা অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারি, গাজিয়াবাদ-এর শ্রী আশিস সাক্সেনা (সি.পি. নং ৭০৯৬) কে দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

ডাক ব্যালটের মাধ্যমে (দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে) পরিচালিত ভোটের ফলাফল সোমবার, ২৬ মে, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ উক্ত ফলাফল সিডিএসএলের ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ পাওয়া যাবে।

দূরবর্তী ই-ভোটিং পদ্ধতিতে সদস্যদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সদস্যদের একটি সাধারণ সভায় গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে যদি প্রস্তাবগুলি পাস হয়, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং এর শেষ তারিখে তা পাস হয়েছে বলে গণ্য হবে।

এইচডব্লিউএল ট্রেডার্স লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান : নয়ডা, ইউ.পি. ইউ.এস. ভারতীয়া
তারিখ : ২৪.০৪.২০২৫ ডিরেক্টর

রাতের অন্ধকারে লুটপাট চলছে মালদার সেকেন্দারপুর এলাকায়

দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত ৩ যুবক, জেহাদি কার্যকলাপের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুলিশে ভরসা নেই, কেন্দ্রীয় বাহিনী চাই দাবি বিধ্বস্ত ইংরেজবাজারের অমৃতির বাসিন্দাদের। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পর থমথমে পরিবেশ হয়ে রয়েছে মালদার ইংরেজবাজারের অমৃতি সেকেন্দারপুর এলাকায়। এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি ইংরেজবাজার থানার পক্ষ থেকে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে কোনও রকম গোলমাল হলে যাতে দ্রুত থানায় খবর দেওয়া হয়। আতঙ্ক এখনো গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে। অমৃতির ঘটনায় মৃত ও আহতর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু।

গ্রামে চোরের উৎপাত বেড়েছে। রাতের অন্ধকারে একদল চোর ঢুকে

গ্রামে লুটপাট চালাচ্ছে কয়েকদিন ধরে। কেউ বাধা দিতে গেলে তাদের আক্রান্ত করছে ওই চোরেরা। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই চোরদের বাধা দিতে গিয়ে সেকেন্দারপুর এলাকায় তিনজন যুবক আহত হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে নিমাই মণ্ডল নামে আরেকজন যুবককে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক। পুলিশি ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে মালদা মানিকচক রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বুধবার সকাল থেকে বিক্ষোভ করতে থাকে গ্রামবাসীরা। কয়েক ঘণ্টা বিক্ষোভ চলার পর পুলিশ বিক্ষোভ তুলতে গেলে পুলিশের সঙ্গে হাতহাতিতে দিয়ে জড়িয়ে পড়ে গ্রামবাসীরা। ব্যাপক লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস ফাটায় পুলিশ। পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট বৃষ্টি করে গ্রামবাসীরা। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করে। বৃহস্পতিবার সকালবেলা মালদা উত্তরের সংসদ খগেন মুর্মু অভিযোগ করেন এর পেছনে জেহাদি কার্যকলাপ রয়েছে। চোরের আড়ালে এই কার্যকলাপ চালানো হচ্ছে হিন্দু গ্রামগুলিকে টার্গেট করা হচ্ছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বৃহস্পতিবার দুপুরে মৃতের পরিবারের সঙ্গে ও আহত অন্য যুবকের সঙ্গে দেখা করেন সাংসদ। তার সামনে গ্রামবাসীরা একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রাজ্য পুলিশে ভরসা নেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি করেন তারা। জেলা পুলিশ ও মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাংসদ। শাসক দলের ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন তিনি। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হোক দাবি করেন তিনি। তীব্র কটাক্ষ জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুর। তিনি বলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সঠিক আছে বলেই খগেন বাবুরা সঠিক ভাবে ঘুরে বেরাচ্ছেন। মানুষের ভোট নিয়ে পালিয়ে যান সাংসদ। পুলিশ যথেষ্ট স্বক্রিয় আছে।

বটলিং প্ল্যান্টে বন্ধ শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল পানাগড় শিল্প তালুকের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার বটলিং প্ল্যান্টে। এদিন সকাল থেকেই কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বুদবুদের কোটা গ্রামের বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর বিক্ষোভের জেরে বহু শ্রমিক কারখানার ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। স্থানীয়দের বিক্ষোভের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বুদবুদ থানার পুলিশ পৌঁছলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার বটলিং প্ল্যান্টে শ্রমিক নিয়োগ নিয়ে গ্রামের বহু বেকার যুবক কারখানায় ইন্টারভিউ দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও তাঁদের কাজ মেলেনি। ইন্টারভিউতে পাশ করা যুবকরা বুধবার কারখানায় কাজে যোগ দিতে গেলেও তাদের কাজে নেওয়া হয়নি। ফের বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কাজের দাবি নিয়ে কারখানার সামনে গেলে কাজ না মেলায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে স্থানীয়রা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বেকার যুবকদের কারখানায় ইন্টারভিউয়ের নামে ডাকা হলেও বারবার ইন্টারভিউ দেওয়ার পরেও তাদের কোনও কাজ মিলছে না। তাই যতক্ষণ না গ্রামের বেকার যুবকরা কাজ পাচ্ছে, ততক্ষণ তাঁদের আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন।

যদিও এই বিষয়ে পানাগড় শিল্পতালুকের দায়িত্বে থাকা তথা আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ কোনার জানিয়েছেন,ওই

বটলিং প্লান্টে পূর্বে একটা শিফটে কাজ হত। গত তিন মাস আগে সেই শিফট ভাগ করে দুটো শিফটে কাজ শুরু হয়েছে। সেই দুটো শিফট শুরু হওয়ার জন্যই কিছু অদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন পড়েছে। সেই অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

তাঁর অভিযোগ যে, ঠিকাদার ওই কারখানায় অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের জন্য বেকার যুবকদের ইন্টারভিউ নিয়েছিল। সেখান থেকে ইন্টারভিউ পাশ করা ১৮ থেকে ১৯ জনের একটি তালিকা তৈরি করে তাদের কাজে যোগদান করানোর ব্যবস্থা করেছিল। সেই মতো বুধবার সিলেক্ট হওয়া শ্রমিকরা কাজে যোগদান করতে গেলে গ্রামেরই এক অংশের লোকজন কাজে যোগদানে বাধা দেয়।

তাঁর অভিযোগ, এই ঘটনার পেছনে রয়েছে আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আবদুল লালন ও তাঁর ছেলে। তারাই ওই টিকেদারকে ফোন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেয় বলে তিনি বিক্ষোভকারীদের কাছে জানতে পারেন। তাঁর দাবি, দলের নির্দেশ মতো কারখানায় শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। দলের সেই নির্দেশ মেনে তারা এই বিষয়ে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করেনি।

তাঁর অভিযোগ, যেখানে শ্রমিকদের স্বার্থে শ্রমিক সংগঠন এই বিষয়ে নাক গলাচ্ছে না সেই বিষয়ে কেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি হস্তক্ষেপ করছে। এই বিষয়ে তিনি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে ব্লক সভাপতিকে ফোনে যোগাযোগ করা হলেও এই বিষয়ে তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা বলেন একদিকে মুখ্যমন্ত্রী কারখানার শিল্যান্যাস করছেন আর অন্যদিকে সেই সমস্ত কারখানায় ঢুকে নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু করে শিল্পকে শেষ করছে। যতদিন এই রাজ্যে তৃণমূল সরকার থাকবে, ততদিন এই রাজ্যে শিল্পের কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

মালদায় ছাউনিযুক্ত ক্রিকেট পিচের উদ্বোধনে সৌরভ গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিকাঠামো এবং খেলোয়াড় তৈরির উদ্ভাবনার প্রস্তুতি দেখে প্রশংসা করলেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। বৃহস্পতিবার একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে মালদায় আসেন ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি। তাঁকে দেখতে মালদা শহরের রাস্তায় উপচে পড়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বন্দে ভারত ট্রেনে চেপে কলকাতা থেকে মালদায় আসেন ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি। মালদা টাউন স্টেশনে পা রাখা মাত্রই সৌরভ গাঙ্গুলিকে ঘিরে মালদার ক্রিকেট প্রেমীদের বাঁধ ভাঙা আনন্দ উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলিকে সাদর অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানান মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক

কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা গৌতম দাস, শুভদীপ সান্যাল সহ আরও অনেকে।

এদিন মালদায় এসে জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে গিয়ে জগমোহন ডালমিয়ার নামকরণ দেওয়া একটি ছাউনিযুক্ত ক্রিকেট পিচের উদ্বোধন করেন সৌরভ গাঙ্গুলি। সেখানে তিনি ব্যাটও করেন। তাঁকে ঘিরে সেখানেই ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি হয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে। এরপরে এদিন দুপুর তিনটায় মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে ক্রিকেটপ্রেমী সহ সাধারণ মানুষদের উপস্থিতিতে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন সৌরভ গাঙ্গুলি। সেখানে তাকে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়। ক্রিকেট সম্পর্কেও মতামত পেশ করেন সৌরভ গাঙ্গুলি। এরপর এদিন পাঁচটায় বন্দে ভারত ট্রেনে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে ফিরে যান সৌরভ।

পঞ্চায়েত দপ্তরের নিয়োগ ঘিরে গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদে 'মেন্টর' ও 'কো-মেন্টর' হলেন শংকর সরকার এবং শিপ্রা নিয়োগী (পাল)। পঞ্চায়েত দপ্তরের নির্দেশে 'মেন্টর' ও 'কো-মেন্টর' নিয়োগ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভাগীয় নির্দেশিকার কপি ইতিমধ্যে জেলাশাসকের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে গোষ্ঠী কোন্দলের ঘটনা সামনে এসেছে। যদিও গোষ্ঠী কোন্দলের বিষয়টি সরাসরি স্বীকার করা হয়নি দলের তরফে।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদে 'মেন্টর' হিসেবে নাম উঠে আসা শংকর সরকার রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ঘনিষ্ঠ। এর আগে তিনি গঙ্গারামপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি ও জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ-র মতো দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে তিনি গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পদে রয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন প্রাক্তন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মৃণাল সরকার। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'গেরুয়া অভিনন্দন'। 'দিল্লি চলো অভিযানের পুরস্কার'।

এ বিষয়ে মৃণাল সরকার জানান, 'সাধারণ কর্মী হিসেবে একটা পারসেপশন জেলা জুড়ে তৈরি হচ্ছে। যারা একটা সময় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিল, যারা দলের সর্বোচ্চ নেত্রীর নামে কুৎসা, অপপ্রচার করত, সেই সমস্ত লোক বিভিন্ন জায়গায় পদাধিকারী হচ্ছেন। যারা দলকে বিপদে ফেলে অন্য দলে চলে যায়; আবার পুনরায় দলে ফিরে সামনের সারিতে চলে আসে। তাহলে দলের সাধারণ কর্মীর মধ্যে একটা সংশয় তো জন্মাবে।'

এ বিষয়ে শংকর সরকার জানান, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের মেন্টর হিসেবে আমি নিযুক্ত হয়েছি। অনেকের অনেক ধরনের চিন্তাভাবনা রয়েছে। মৃণাল সরকার তাঁর চিন্তা ভাবনা থেকে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ও আমাদের অনেক জুনিয়র। বিষয়টিকে আমি তেমন গুরুত্ব দিচ্ছি না।'

ভারতীয় সেনার সহযোগিতায় আতঙ্ক ও উৎকন্ঠা নিয়ে কাশ্মীর ছাড়ল আরামবাগের ২১ জন পর্যটক

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

ভারতীয় সেনার সহযোগিতায় পৃথিবীর ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর ছাড়লেন আরামবাগের ২১ জন পর্যটক। পাশাপাশি কাশ্মীরের স্থায়ী বাসিন্দাদের সহযোগিতা পেয়েছেন বলেও জানান ওই পর্যটক তথা আরামবাগের বাসিন্দারা। জানা গেছে, আরামবাগ থেকে পহেলগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে একুশজনের একটি দল রওনা হয়েছিলেন গত ১৯ এপ্রিল। এদের সকলেরই বাড়ি আরামবাগ পুরসভা এলাকায়। কেউ চাকরিজীবী, কেউ আবার ছোট বড় ব্যবসায়ী। এই একুশ জনের দলকে নেতৃত্ব দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এখানকার তালার পাড়ের বাসিন্দা প্রভাত মণ্ডল। এদিকে যাওয়ার সময়ে যথারীতি ঠিকঠাক অবস্থাই ছিল। আরামবাগ থেকে বর্ধমান। সেখান থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি পৌঁছন তারা যথা সময়েই। এর পরেই পহেলগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন তারা। মাঝে কাটরা পর্যন্ত গিয়ে আটকে পড়েন এই একুশ জনই। সেখানে কোনওরকমে একটি হোটেলে তারা সবাই থেকে যান। কিন্তু পহেলগাঁয়ের ঘটনার পরেই কাটরা থেকে সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনার কথা জানতে পেরে সকলেই অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। আটকে যান ওই হোটেলেই। কিন্তু সেখানে খাবার দাবার পাওয়া যায়নি। কোনও রকমে একটু ভাত আর ডাল সিদ্ধ খেয়ে দু'দিন কাটাতে হয় ভয়ে ভয়েই। হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তবে কোনও রকম অসহযোগিতা করেনি হোটেল কর্তৃপক্ষ। এমনটাই জানান একুশ জনের টিম লিডার প্রভাত মণ্ডল। কিন্তু কবে রাস্তা খুলবে, কখন রাস্তা খুলবে তা কোনও তথ্য তাদের জানা ছিল না। এক রকম অনাহারে বা অর্ধাহারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েই এই দু'দিন কাটাতে হয়েছে তাদের। বৃহস্পতিবার সকালেই রাস্তা খুলে দেওয়ায় তারা আর ঝুঁকি নেননি।

তবে যেহেতু আগামী ত্রিশ এপিল ফেরার টিকিট কনফার্ম তাই তারা এই কয়েকটা দিন অন্য দিকে যাবার পরিকল্পনা করে নেন। প্রভাত বাবুরা জানান, বৃহস্পতিবার সকালেই জানতে পারি যে পহেলগাঁয়ে আর কোনও ভাবেই যাওয়া যাবে না তখন আমরা রুট পরিবর্তন করে নিই। কাটরা থেকে ফের আমাদের এখানের ভাড়া করা বাসে করে ডালহৌসি বলে একটি জায়গায় যাবার মনস্থ হয়। তাই আর দেরি না করে সকলেই বেরিয়ে পড়ি। ডালহৌসি যাবার পথে একটি নিরাপদ স্থানে ধাবায় খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছি। কারণ গত দু'তিন দিন সেই ভাবে খাওয়াই হয়নি। এরপর ডালহৌসিতে একরাত থেকে চলে যাব অমৃতসর। আপাতত সকলেই ভালো আছি। কোথাও কোনও বিপদ হয়নি আপাতত। আগামী ত্রিশ তারিখে দিল্লি ফিরব। আর সেদিনই ফেরার টিকিট কনফার্ম হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম কি করে ফিরব। ভারতীয় সেনা ও স্থানীয় কাশ্মীরের বাসিন্দাদের সহযোগিতা পেয়েছেন বলে জানান তিনি। সবমিলিয়ে জঙ্গি আক্রমনের তীব্র নিন্দা করে আতঙ্কের মধ্য দিয়ে কাশ্মীর ছাড়লেন আরামবাগের পযটকরা।

চুরি যাওয়া রাধাকৃষ্ণ মূর্তি রাতারাতি উদ্ধার করলেন পুলিশ অফিসার মফিজুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: হাওড়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হল আমতার নতুন রাস্তার মোড়। একদিকে বাগনান হয়ে ১৬ নং জাতীয় সড়ক আবার আরেক দিকে আমতা হয়ে রানিহাটি। এছাড়া উদয়নারায়ণপুর হয়ে আরামবাগ রোড। স্বাভাবিক ভাবেই পুলিশি নজরদারি এই এলাকায় বেশি থাকার কথা। ঠিক এই এলাকাতেই একটি নামী নার্সিংহোমের তোরন দ্বারে রাখা পাথরের রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি বসানো হয়েছিল। বুধবার ভোরে এলাকার লোকজন ও নার্সিংহোমের লোকজন দেখে সেই মূর্তি নেই। পাশাপাশি একটি হনুমান মন্দিরে ও চুরি হয়। এরপর নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ আমতা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি সামান্য চুরির বিষয় হলে ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নিজেই সহকর্মীদের নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। প্রথমেই সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন। পরে সোর্স কাজে লাগান। খোঁজ পাওয়া যায় চোরের। আমতার দিঘির পাড় এলাকার এক চোর মনোজ ঘোড়ুইকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে উদ্ধার করা হয় পাথরের রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিস। আর এই চুরির কিনারা করে আমতায়

রীতিমতো হিরো হয়ে গিয়েছেন অফিসার ইনচার্জ মফিজুল ইসলাম। এদিকে শখের রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি উদ্ধারের খবরে উচ্ছ্বসিত ওই নার্সিংহোমের মালিক সুমন সরকার ও। পুলিশ জানিয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরেই সুমন বাবুর হাতে তুলে দেওয়া হবে মূর্তিটি।

পার্কে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পার্কের ভিতর থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ। মৃত যুবকের নাম প্রিন্স মোদি। বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর থানার কুমারডিহির ক্ষুদিহিদ পার্কের ঘটনা।

বৃহস্পতিবার সকালে নবগ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারডিহির ক্ষুদিহিদ পার্কের ভিতর উদ্ধার হল প্রিন্স মোদি (১৯) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ। একটি গাছের ডালে দেহটি ঝুলতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় থানাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রিন্স মোদি থাকত কুমারডিহির কোলিয়ারি এলাকায়। বুধবার রাত ৯টা নাগাদ স্নান করার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয় প্রিন্স। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি বলে জানা যায়। বৃহস্পতিবার সকালে পার্ক থেকে উদ্ধার হয় তার ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়।

আজ হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে সিঙ্গুর হাসপাতালধার রেলগেট পর্যন্ত কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় নিরীহ পর্যটকদের গুলি করে হত্যা করার প্রতিবাদে মোমবাতি মিছিলে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না সহ সর্বস্তরের নেতৃত্ববৃন্দ।

ভ্রম সংশোধন

২৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার 'একদিন' পত্রিকার ৬ নম্বর পাতায় 'কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার সাক্ষী...' শীর্ষক খবরে একটি ভুল ছবি প্রকাশিত হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

পুলিশের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে পুড়ছে বাঁকুড়া জেলা। এই সময় চরম রক্ত সংকট দেখা দেয় বিভিন্ন ব্লাড ব্যাংকগুলিতে। তাই এইবার রক্তের ঘাটতি মেটাতে এগিয়ে এলো পুলিশ। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবিরের। এই রক্তদান শিবিরের নামকরণ করা হয় 'উৎসর্গ'। এদিনের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীন) মুকসুদ হুসেন, বিষ্ণুপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রকাশ দাস, সি.আই পাএসায়ের শেষ কুমার, ইন্দাস থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস সহ একাধিক পুলিশ কর্তা। এদিন মোট ১০২ জন এই শিবিরে রক্তদান করলেন। পুলিশ আধিকারিকেরা রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি জানান আগামীদিনে রক্তের ঘাটতি মেটাতে জেলা পুলিশের এই উদ্যোগ চলবে।

কাঠপাচারের সঙ্গে বন দপ্তরের যুক্ত থাকার দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার পিয়ারডোবা জঙ্গল, এখানেই গতকাল বিকেল বেলায় কিছু দুষ্কৃতী জঙ্গল থেকে গাছ কেটে পাচার করছিল একটি পিকআপ ভ্যান করে। নজরে আসে বিষ্ণুপুর ট্র্যাফিক পুলিশের। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে তড়িঘড়ি বনদপ্তরের আধিকারিকরা সেখানে গিয়ে কাঠবোঝাই গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে আসে বাকাদহ রেঞ্জ অফিসে।

তবে স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এই দুষ্কৃতীরা জঙ্গল থেকে কাঠ পাচার করছে, বন দপ্তর কোনও নজরদারি করছে না। তাদের অভিযোগ, এই কাঠ পাচার চক্রের সঙ্গে বন দপ্তরের কিছু আধিকারিক এর জোক সাজেস্ট রয়েছে। যদিও বন দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে। ঘটনার কথা জানার পরেই গাড়িটিকে সিজ করা হয়েছে। স্থানীয় রেঞ্জ অফিসারের দাবি, জঙ্গল পাহারা দেওয়ার জন্য দায়িত্বে রয়েছে স্থানীয় পর্ন সুরক্ষা কমিটি। ইতিমধ্যেই তাদের তলক করা হয়েছে তাদের পাহারা সত্ত্বেও কী ভাবে জঙ্গল থেকে গাছ চুরি হল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বনদপ্তরের সাথে চোরাই কারবারীদের কোনও যোগসাজশ নেই যদি কোনও আধিকারিক এই কাজ করে থাকেন, সেই বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হবে।

হিন্দমোটরে সারা বাংলা পাওয়ার লিফটিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গত ১৯ এবং ২০ এপ্রিল ২০২৫ হিন্দমোটর সোনার বাংলা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো রাজ্য পর্যায়ে পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা যা ১৫তম বর্ষে পদার্পণ করল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১৪০ জন প্রতিযোগী তাঁদের প্রতিভা এখানে তুলে ধরলেন। সারা বাংলা পাওয়ার লিফটিং, বেঞ্চপ্রেস, ডেডলিফ্টি প্রতিযোগিতা হয়েছিল। বাংলা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদিকা শ্রীমতি মুকুলা ভট্টাচার্য এবং হুগলি জেলা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশন হুগলি জেলার সম্পাদিকা কুমারী রঞ্জিতা ভট্টাচার্য এবং ট্রেজারার মোহাম্মদ মিরাজ অনুষ্ঠানটিকে সুন্দর করে তোলার ক্ষেত্রে যাদের নাম না বললেই নয় মলয়রঞ্জন মণ্ডল জাতীয় পাওয়ার লিফটিং এসোসিয়েশনের সম্পাদিক, জাতীয় পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর পার্থ সারথি দাস, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগী পিয়ালি মজুমদার, ঝুমা শাসমল, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য এদের ছাড়া আমাদের এই অনুষ্ঠান করা সম্ভব হতে না ছেলেরা ৫৫ কেজি, ৬২ কেজি, ৬৯ কেজি, ৭৭ কেজি, ৮৫ কেজি, ৯৪ কেজি, ১০৫ কেজি ১২০ কেজি এবং ১২০কেজি অধিক বিভাগে প্রতিনিধিত্ব করেন। মহুলকান্তি মজুমদার ১০৫ কেজি জুনিয়র বিভাগে প্রথম, ১২০ কেজি সিনিয়র বিভাগে প্রথম শান্তনু নাথ, ৯৩ কেজিতে শিলাদিত্য দাস প্রথম সিনিয়র বিভাগে ৯০ কেজি সাব জুনিয়র বিভাগ অভ্রনীল শাসমল প্রথম, ৫৫ কেজি সাব জুনিয়র বিভাগে প্রথম উজান রায়, ৫৫ কেজি সাব জুনিয়র বিভাগে তৃতীয় অভ্র কর এবং রিজু কর্মকার ৪৮ কেজি সাব জুনিয়রে দ্বিতীয় হয়েছে। মেয়েরা ৪৪ কেজি, ৪৮ কেজি, ৫৩ কেজি, ৫৮ কেজি, ৬৪

কেজি সঙ্গীতা কর্মকার প্রথম সিনিয়র বিভাগে মাস্টার বিভাগে প্রথম তনুশ্রী দত্ত ৭২ কেজি, ৮৪ কেজি, ১০০ কেজি এবং ১০০ কেজি এই বিভাগ গুলোতে প্রতিযোগিতা করেন।

প্রতিটি বিভাগের প্রতিযোগীদের গুনগত মান বিচার করে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরুস্কৃত করা হয়। পুরুষদের মধ্যে সেরার সেরা শিরোপা সাফল্যের মুকুটের অধিকারী হলেন সুদেশ চ্যাটার্জি এবং মহিলাদের মধ্যে মেঘা নন্দী সেরার সেরা হন। অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া কোতরং মিউনিসিপ্যালিটির ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রী তাপস মুখার্জি মহাশয়। তিনি খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা প্রদানের পাশাপাশি আগামী দিনে এই এলাকায় জাতীয় পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগের কথাও কর্মকর্তাদের কাছে তুলে ধরেন আশা করি আগামীদিনের আরও সুন্দর করে পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে সক্ষম হবে বাংলা তথা হুগলি জেলা পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশন।'

হেমন্তর না গাওয়া গান রেকর্ডে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বপন দত্ত বাউলের

বনস্পতি দে ● হুগলি

কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা সকলেই জানেন। হেমন্ত মুখার্জি তাঁর সঙ্গীত জীবনের অসংখ্য আধুনিক গান শ্রোতা বন্ধুদের উপহার দিয়ে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। বহুমুখী প্রতিভা স্বপন দত্ত বাউলের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎকারে জানা যায় ছোট থেকেই বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আকাশবাণীর শিল্পী হওয়ার সুবাদে আকাশবাণীতেও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর চরণধূলি নিয়ে আশীর্বাদ পেয়েছেন আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে বহু শিল্পী গীতিকার সুরকার স্বপন দত্তর গান গেয়েছেন কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে তাঁর লেখা সুরে গান গাওয়ানোর সৌভাগ্য আগে হয়ে ওঠেনি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ এল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ দিকে। গীতিকার রূপে লিখলেন আধুনিক গান 'ওই দুষ্টু চোখের মিষ্টি চাওয়া পাগল করেছে' এই গানটি নিয়ে ছুটে যান হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে বলেন আপনার কণ্ঠে যদি আমার একটা গান রেকডিং হত, তা হলে আমি খুবই আনন্দ পেতাম। এই কথা শুনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, দেখি তো তোমার লেখা গানের কথা। তখন স্বপন নিজের লেখা আধুনিক গানটি সুরে গেয়ে শোনালেন। হেমন্ত মুখার্জি সম্পূর্ণ গানের কথায় সুর শুনে খুশি

হয়ে গানটি গাইবার ও রেকর্ডিং করার মনস্থির করলেন সব কিছু ঠিক হয়ে গেল রেকর্ডিংয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত স্বপন দত্তর জীবনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে তাঁর লেখা সুরে গান গাওয়ানো হল না। কারণ রেকর্ডিংয়ের চারদিন আগেই হঠাৎ সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হঠাৎই তিনি সকলকে কাঁদিয়ে চিরতরে ইহলোক ত্যাগ করে স্বর্গলোকে গমন করেন। সেই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্বপন দত্ত মনের দুঃক্ষে কষ্টে খুবই ভেঙে পড়েন। তারপর থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের না গাওয়া আধুনিক গানটি আর অন্য কোনও শিল্পীকে দিয়ে গাওয়াননি। আকাশবাণীর অনুষ্ঠানে বহুমুখী প্রতিভার সাক্ষাৎকারে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় যে তার লেখা সুরে গানটি গাইতে পারেন নি তার অকাল মৃত্যুর জন্য সেই নিয়ে দুঃক্ষ প্রকাশ করে চোখের জলে স্মৃতি চরণ করেন। তারপর ১৯৯৭ সালে পূর্ব বর্ধমানের জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা 'মুক্ত বাংলা' খবরের কাগজের সাংবাদিক নয়ন রায় স্বপন দত্ত বাউলের সাক্ষাৎকার নিয়ে খবরের হেড লাইন লেখেন হেমন্ত মুখার্জি বেঁচে থাকলে স্বপনের জীবনে টার্নিং পয়েন্ট হতে পারত। হঠাৎই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই মুক্ত বাংলার প্রকাশিত খবর ছড়িয়ে পড়ে এত বছর পর। সেই খবর দেখেই মিউজিক্যাল রেকর্ডিং (স্টুডিও এম সি আই) স্বপন দত্ত বাউলের খোঁজ করেন ও তাঁর লেখা সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের না গাওয়া আধুনিক গানটি ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে নিজের কণ্ঠে গাওয়ার জন্য প্রস্তাব দেন এবং আর একটি লোক সঙ্গীত গান গাওয়ার ও প্রস্তাব দেন। গীতিকার সুরকার স্বপন দত্ত বাউল লিখে ফেলেন লোক সঙ্গীত 'সাঁওতালিদের মেয়ে গুলান মহুয়া বনে যায় পরাণ আমার উদাস হয়ে যায়' স্টুডিও এম সি আই একটি আধুনিক গান ও একটি লোক সঙ্গীত রেকডিং করার মনস্থির করে ২৩ এপ্রিল ২০২৫ রেকডিং করেন । স্টুডিও এম সি আইয়ের পক্ষ থেকে কর্ণধার রবিন দাস বলেন এটা আমাদেরও সৌভাগ্য যে কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের না গাওয়া আধুনিক গানটি আমাদের স্টুডিওতে রেকর্ডিং হল স্বপন দত্ত বাউলের কণ্ঠে। এ এক সঙ্গীত জগতে বিরল ঘটনা, দু'টি গানেই শিল্পী নিজে তবলা সঙ্গত করেন ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন।

বিরাটের অনবদ্য ইনিংসে জয় আরসিবির

প্লে অফের চাপে রাজস্থান

৭০ রানের অসাধারণ ইনিংস উপহার বিরাট কোহলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুড়ো ঘোড়ারা যেন জ্বলে উঠছেন। আগের দিনই রোহিত শর্মা অসাধারণ খেলেছিলেন। বৃহস্পতিবার খেললেন বিরাট কোহলি। তিনি যেদিন ফর্মে থাকেন, সেদিন তাঁর দলকে আর বড় স্কোর নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। বড় স্কোরে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ১১ রানে জয়ও ছিনিয়ে নিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এই জয়ে ৯ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নয়ে তিন নম্বরে আরসিবি। ৯ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ৮ নম্বরে রাজস্থান। তাতে রাজস্থানের প্লে অফের সমীকরণ কঠিন হয়ে গেল।

বৃহস্পতিবার আইপিএল-এর ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু প্রথমে ব্যাট করে তুলল ৫ উইকেট হারিয়ে ২০৫ রান। বিরাট কোহলি ৪২ বলে করলেন ৭০ রান। তাতে সাজানো ৮ চার ও ২ ছক্কায়। বিরাটের পাশাপাশি ভালো ব্যাটিং করলেন দেবদত্ত পাড়িক্কল (২৭ বলে ৫০)। ৯৫ রানের পার্টনারশিপ তৈরি হয় কোহলি ও দেবদত্তের ব্যাটে।*এই দুই ব্যাটারের অর্ধশতরানের সুবাদে ২০৫ রানে থামে আরসিবি। চিন্নাস্বামীতে জবাবে ব্যাট তকতে নেমে শুরুটা ভালো করে রাজস্থান রয়্যালস দলও। এই ম্যাচেও পরিবর্ত হিসাবে নামানো হয় বৈভব সূর্যবংশীকে। যশস্বী এবং বৈভরের ওপেনিং জুটি ৫২ রান তোলে। ১৯ বলে ৪৯ রান করে দুরন্ত ইনিংস খেলে ফেরেন যশস্বী। ১২ বলে ১৬ রান করে আউট হন বৈভব। ২২ বলে ২৮ রান করে আউট হন নীতিশ রানা। ১০ বলে ২২ রান করেন পরাগ। শেষে দিকে জুরেল ৩৪ বলে ৪৭ রানের ইনিংস খেলেন। তাতে অবশ্য জয়ের রান ওঠেনি। ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রান তোলে রাজস্থান।

ছোট মাঠে তিনি সবার জনপ্রিয়। বৈশাখে ময়দানের মিলন উৎসবের আয়োজন করেছিল জোড়া বাগান ক্লাব। সেখানেই সস্ত্রীক হাজির হয়েছিলেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া।

ইস্টবেঙ্গলের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে আপনজন-এর নাম

আপনজন-এর অন্যতম কর্ণধার মোহনপ্রেমী সমীরণ ঘোষ বললেন, আমরা অনুপ্রাণিত হই

অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ইস্টবেঙ্গলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে আপনজন-এর সুখ্যাতি মুখ্যমন্ত্রীর মুখে

সপরিবারে মোহনবাগানের খেলা দেখতে মাঠে আপনজনে-এর কর্ণধার সমীরণ ঘোষ। —ফাইল ছবি

বৃহস্পতিবার রবীন্দ্রসদনে শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গলের বিশেষ তথ্যচিত্র উদ্বোধনে গিয়ে ইস্টবেঙ্গলের খেলা নিয়ে বলতে গিয়েই নিজের স্মৃতিকথায় ফিরে যান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই কথাপ্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রদ্যুত্দাই আমাকে আপনজনের ফিস ফ্রাই খাওয়াত'। সেই অভ্যেস আজও তাঁর রয়ে গেছে। কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে কোনও বিশেষ অতিথি এলেই আপনজনের ফিস ফ্রাই ও ডিমের ডেভিল এখনও অর্ডার দেন তিনি। এক বেসরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গিয়েছিল উজ্জ্বলার চানাচুরের কথা।সেটাও তারেই পাড়ার দোকান।আর কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন সদানন্দ রোডেই আপনজন-এর আউটলেট। ফিস ফ্রাইয়ের জন্য এখন যার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সেই দোকানের ফিস ফ্রাই আজও অতিথিদের অ্যাপায়নে দেন তিনি।ইস্টবেঙ্গলের মঞ্চে এ'কথা বললেও, এদিন আপনজনের অন্যতম কর্ণধার সমীরণ ঘোষকে এই নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমরা সুন্দরবনের লোক। আমরা পাক্কা মোহনবাগান সমর্থক। তবে মুখ্যমন্ত্রীকে ইস্টবেঙ্গলের মঞ্চেও আপনজনের কথা বলার জন্য ধন্যবাদ। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। শুধু বাংলার মুখ্যমন্ত্রীই নন, সত্যজিৎ রায় যেমন আপনজনের ফিশ ফ্রাই সহ নানা পদ পছন্দ করতেন তেমনই পছন্দ করেন জিৎ থেকে দেব সহ অধিকাংশ টলি তারকাই। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়েরও প্রথম পছন্দের তালিকায় থাকে আপনজন-ই। তাই দিদি বা দাদা নয়, তৃণমূল বা বিজেপি নয়, বাঙালির মাছ-এর ফ্রাই খেতে সবায়েরই খোঁজ শুরু হয়ে যায় আপনজনের। কালীঘাটের পাশাপাশি নাকতলাতেও রয়েছে আপনজনের আউটলেট। ১৯৮২ সাল থেকে কালীঘাটে প্রভাস ঘোষের হাত ধরে শুরু হয়েছিল আপনজন। এখন অ্যাপের মাধ্যমে সবায়েরই নাগালে চলে এসেছে আপনজন।

পহেলহগাঁওয়ে হামলার ঘটনায় পাকিস্তানকে হুমকি বিসিসিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৫ বছরেও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে পারেনি ভারত-পাকিস্তান। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজনের সম্ভাবনাও ভবিষ্যতেও আর নেই! সম্প্রতি বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়ার (বিসিসিআই) সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা জানিয়েছেন, সামনের দিনেও পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে না তারা। তিনি বলেন, 'আমরা হামলার ক্ষতিগ্রস্থদের সঙ্গে আছি এবং এই ঘটনার নিন্দা জানাই। আমাদের সরকার যা বলবে, আমরা তাই করবো। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে খেলি না কারণ এটা সরকারের অবস্থান।' এরপর আরও বলেন, 'ভবিষ্যতেও দ্বিপাক্ষিক সিরিজে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে খেলব না। তবে আইসিসি ইভেন্টে আমরা খেলি কারণ এটা আইসিসির সঙ্গে সম্পৃক্ততা অনুযায়ী হয়। আইসিসিও জানে কী ঘটছে, তারাও বিষয়টি দেখছে।' ২০১২-১৩ সালে সীমিত ওভারের সিরিজ খেলতে ভারতে আসে পাকিস্তান ক্রিকেট দল।

শুরুতেই বিদায় মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপার কাপের শুরুতেই ধাক্কা খেল মহমেডান স্পোর্টিং। ইস্টবেঙ্গলের মতো তারাও ছিটকে গেল সুপার কাপ থেকে। তবে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে হাফ ডজন গোল হজম করল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। গোটা ম্যাচ জুড়েই দুর্দান্ত ফুটবল খেলল ডুরান্ড কাপের চ্যাম্পিয়নরা, তুলনায় দাগ কাটতেই পারল না সাদা কালো ব্রিগেড।*৬ গোল হজম করতে হল সাদা-কালো ব্রিগেডকে। হ্যাটট্রিক করলেন আলাদিন। স্কোরলাইন বলছে নর্থ ইস্ট ৬ মহামেডান স্পোর্টিং ০।*দু' অর্ধেই তিনটি করে গোল হজম করে মহমেডান।

সিএবিকে ক্রিকেট স্টেডিয়াম করার প্রস্তাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের দলকে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার, ছেলেদের দল গঠন নিয়ে কর্তাদের তিরষ্কার মুখ্যমন্ত্রীর

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ ভৌমিক

ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ক্লাবকে ৫০ লাখ টাকা অনুদান তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

'আমার একটা ক্ষোভ আছে, ভুল বুঝবেন না', প্লেয়ার সিলেকশন ভালো করতে হবে, প্লেয়ার ভাল না হলে ক্লাব পারফর্ম করতে পারে না। এতে সবথেকে বেশি কষ্ট হয় সমর্থকদের, ওদের খারাপ লাগে'। বৃহস্পতিবার রবীন্দ্র সদনে শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গলের বিশেষ তথ্যচিত্র উদ্বোধনে এসে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মুরারি লাল লোহিয়া, ইমামি কর্তা আদিত্য আগরওয়াল এবং শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকারের সামনে ক্ষোভ উগড়েই দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি তো ইমামিকে দোষ দেব না, ইস্টবেঙ্গলের যারা শীর্ষকর্তা রয়েছেন তাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। ইমামি গ্রুপ তো সাহায্য করতে প্রস্তুত। তোমাদের জন্য টাকা খরচ করছে, তাদের তো রেজাল্ট দিতে হবে। তোমরা উপহার হিসেবে জিতে দেখাও। শুধু ভাল টাকা দিয়ে ভাল প্লেয়ার আনাই নয়, বুদ্ধি খরচ করতে হবে'। ছেলেদের দল নিয়ে যেমন ভর্ৎসনা করেন, তেমনই মেয়েদের দল নিয়ে সুখ্যাতিও করেন। কারণ, মেয়েরা এবার ভারতসেরা হয়ে ইতিহাস গড়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের দলকে বিশেষ অভিনন্দন। তরুণ কোচকেও শুভেচ্ছা। ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল সেরা। এশিয়ায় সেরা টুর্নামেন্ট এএফসি উইমেন্স লিগ খেলবে। মেয়েদের এই সাফল্যের জন্য আমরা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান দিচ্ছি।' এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ট্রফি তুলে দেয় ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের ফুটবল দল। স্টবেঙ্গলের মেয়েদের এই সাফল্যের জন্য ক্লাবকে ৫০ লক্ষ থাকা আর্থিক অনুদান দেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বলেন, ডাউন মেমোরি লেনকে ধরে রাখতে হবে. যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেখানো যায়। আইএসএলে তিন ক্লাব খেলছে। মোহনবাগানকে শুভেচ্ছা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য। ইস্টবেঙ্গবলের যখন সমস্যা চলছিল ইমামি এগিয়ে আসে। মোহনবাগানের কোনও কিছুর অভাব নেই। সঞ্জীব গোয়েঙ্কা আছেন। মহমেডানও নিজের মতো খেলছে আইএসএলে। বাংলার তিন ক্লাবই আইএসএলে খেলছে। ডায়মন্ডহারবার এফসির পারফরম্যান্সের প্রসঙ্গও তুলে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'ডায়মন্ডহারবারকে দেখুন তো। ক্লাব তৈরি করার কয়েক বছরের মধ্যে কোথায় উঠে গেল। এবার তো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কীরকম বুদ্ধি খরচ করেছে সেটা তো দেখতে হবে।তাহলে ইস্টবেঙ্গল পারবে না কেন?' এরপরই বাংলায় খেলার উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান ২০১৭ বিশ্বকাপের সময় ফিফার প্রতিনিধিরা কলকাতায় আরও একটি ফুটবল স্টেডিয়াম করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। রাজারহাটে স্টেডিয়াম বানানোর জন্য ১৫ একর জমি রেখে দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেখানে এবার ক্রিকেট স্টেডিয়াম করার প্রস্তাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ইস্টবেঙ্গলের তথ্যচিত্র উদ্বোধনের মঞ্চে দাঁড়িয়েই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে এই প্রস্তাব দেন। একইসঙ্গে হাওড়ার ডুমুরজলাতে একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি করার কথাও জানান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের ফুটবল, তীরন্দাজি, টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি আছে। তোমরা ডুমুরজলাতে একটা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি করে নাও। তোমাদের জন্য রাখা আছে। এছাড়াও আমরা চাইব সিএবি আরও একটা স্টেডিয়াম করুক। রাজারহাটে ১৫ একর জমি পড়ে আছে। আমরা তিন বছর অপেক্ষা করতে পারি। তারপর অন্য কোনও কাজে দিয়ে দিই। চেয়েছিলাম ফুটবল স্টেডিয়াম হোক। কিন্তু হল না। তোমরা আরেকটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম করো। আমরা জমির বিষয়ে সবরকম সাহায্য করব।' বৃহস্পতিবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষে নির্মিত তথ্যচিত্র 'শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গল' এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। ছিলেন দুই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং ইন্দ্রনীল সেন। ছবির পরিচালক গৌতম ঘোষ। সোয়া এক ঘণ্টার তথ্যচিত্র। ২৮ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত নন্দন ৩ প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে। এদিন ইস্টবেঙ্গলের তথ্যচিত্র উদ্বোধনে চাঁদের হাট। এক ছাদের তলায় ফুটবল ক্রিকেট মিলেমিশে একাকার। ছিলেন ঝুলন গোস্বামী, স্নেহাশিস গাঙ্গুলি, ডোনা গাঙ্গুলি, সুকুমার সমাজপতি, সমরেশ চৌধুরী, গৌতম সরকার, মেহতাব হোসেন, রহিম নবি সহ একাধিক প্রাক্তন এবং বর্তমান তারকা। ছিলেন কলকাতার বাকি দুই ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবাশিস দত্ত এবং কামারউদ্দিন। ছিলেন সৃঞ্জয় বোসও।

দীপক টাংরির অধিনায়কত্বেই জুনিয়রদের নিয়ে ত্রিমুকুট জয়ের অভিযান মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামীকাল সুপার কাপের অভিযান শুরু করছে এই মরশুমের সবচেয়ে সফলতম ক্লাব মোহনবাগান। তবে বাগানে এখন ভাঙা হাট। আইএসএলের জোড়া ট্রফি জয়ের পরই তাবড় বিদেশিরা বাড়ি ফিরে গেছেন। নেই মূল কোচ হোসে মোলিনাও। তাই এই টুর্নামেন্টে তরুণ ফুটবলারদের দেখে নেওয়ায় লক্ষ্য টিম ম্যানেজমেন্টের। নুনো রেইস ছাড়া খেলবেন না আর কোনও বিদেশি। নেই শুভাশিস বসু, লিস্টন কোলাসোরাও। আগামীকাল ভুবনেশ্বরে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান। সুপার কাপে মোহনবাগানের অধিনায়ক দীপক টাংরি। সুপার কাপে মোহনবাগানের হয়ে খেলতে দেখা যাবে আরএফডিএল খেলা একঝাঁক তরুণ ফুটবলারকে। তাঁদের সঙ্গে অবশ্য থাকবেন আইএসএল খেলা সাহাল আবদুল সামাদ, আশিক কুরুনিয়ান, দীপেন্দু বিশ্বাসরা। দ্বিমুকুট জয়ের পরে সবুজ মেরুন ব্রিগেডের সামনে এখন সুযোগ ট্রেবল জেতার। তা দীপকরা কতটা লড়াই করতে পারবেন, এবার তারই পরীক্ষা। সুপার কাপের আগে দলকে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলিয়ে দেখে নিয়েছেন মোহনবাগান কোচ বাস্তব রায়। সেখানে কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশন ক্লাব সিটি এসির বিরুদ্ধে ৫-১ গোলে জেতে মোহনবাগান।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 11/PW/ Eng/25 Dt. 24-04-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block. Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through on-line bid system under following tender(NIeT) No:- **No:-10 & 11/BOKHARA-||/15th CFC Untied & Tied/2025-2026(2nd Call), Dated-22/04/2025,** The last date of online submission of tender is **26-04-2025 upto 18.00 hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No.: KDHM/04/CON/25-26, E-Tender ID: 2025_MAD_838546_1
Categories of Work: Supply of Bio-Toilet. Last date of Submission of Tender **05.05.2025.**
Tender No.: KDHM/05/CON/25-26, E-Tender ID: 2025_MAD_838589_1
Categories of Work: Supply of HDPE plastic bins. Last date of Submission of Tender **03.05.2025.** Details of notice can be seen at:
www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ফেলিওর-অ্যালার্ম-২৫-২৬, তারিখ ২৩.০৪.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-ফেলিওর-অ্যালার্ম-২৫-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ১৯.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন।এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনে ট্র্যাক চার্জার ফেলিওর অ্যালার্ম প্রণালীর ব্যবস্থা করে পুরনো ট্র্যাক ফিড চার্জারের প্রতিস্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৮,৭১,৮৩,০৯৭.৮৭ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৫,৮৫,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৫.০৫.২০২৫।
(HWH-44/2025-26)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Amiyo Narayanpur, Nadia. **NIET NO- 01/ BEUP/2025-26,** Last date of submission **05.05.2025 up to 14 hours.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan,
Narayanpur- I Gram Panchayat.

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites e-tender vide reference **no. WBMAD/CM/VHCLE/NIQ-01/2025-26 & Tender Id. 2025_MAD_838493_1 for the supply of 1** no of new 4 Wheeler car. For further information, please visit **www.wbtenders.gov.in**

NOTICE INVITING TENDER
WRI&DD. e-NIT
On behalf of the Governor of West Bengal the Executive Engineer (A-I), Burdwan (A-I) Division, Purta Bhaban 2nd Floor, Burdwan-713103, Dist. Purba Bardhaman invite 01 (one) nos. e-Tender vide no. **WRDD/BDNAID/03/25-26** consisting of 01 (one) no. group from the experienced and bonafide resourceful agencies for "Yearly maintenance work of Ajoy inspection Bungalow at Purba Bardhaman under Burdwan(A-I) Division" having tender ID **2025_ WRDD_837836_1** Last Date of Online submission: 30.04.25 up to 12.00 Noon. Details may be seen in the website **http://wbtender.gov.in** & office Notice Board.
Sd/-
Executive Engineer(A-I)
Burdwan (A-I) Division

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ডে. চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/রিপেয়ার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, এন ই রেলওয়ে, গোরক্ষপুর, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) "অবাধ" ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন :- **টেন্ডার নং এবং কাজের বিবরণ : ইএল-এমডব্লুএস-জিকেপি-২০২৫-২৬-০২;** গোরক্ষপুর, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে আরসিসি কোচের পিওএইচ, **আনুমানিক মূল্য :** ১৭,৪৫৮৩৮.৯২ টাকা; **ইএমডি পরিমাণ :** ৩৪,৯০০ টাকা; **টেন্ডার নথি মূল্য :** নেই; **সম্পাদনের সময়/ মেয়াদ স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে :** ২৪ মাস।
● ই-টেন্ডার অনলাইনে দাখিল করতে হবে ১৬.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টার মধ্যে।
● সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত এবং টেন্ডার দাখিলের বিষয়ে অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ে আইআরইপিএস এর ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in.** দেখুন।
ডে.চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/রিপেয়ার
CPRO/EL-09 (ডব্লুএস)/ গোরক্ষপুর
ট্রেনের মধ্যে বিড়ি/সিগারেট পান করবেন না

OFFICE OF THE COUNCILLORS NAIHATI, NAIHATI MUNICIPALITY
1, R. B. C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
NOTICE INVITING TENDER
NIT(e)/14/BIN/APRIL-06/ 2025-26
Memo No. : 289 /MC-11
Date: 23.04.2025
(Submission of Online Bid)
The Chairman, Naihati Municipality, West Bengal, invites e-tender for procurement of SWM BINS. (Submission of Bid through online). **Fund: 15th FNC (tide fund).** Intending Tenderer may download the tender document from the e-tender portal of Govt. of West Bengal at "e-procurement/ municipality" The submission of bids should only be through online at **http://wbtenders.gov.in.** Bid Submission start date & time (online)-**25.04.2025 after 9:00 Hrs.** Bid Submission closing date & time (online): **10.05.2025 after 14:00 Hrs.** Bid opening date & time for Technical Proposals (Online) : **12.05.2025 after 14:00 Hrs.**
Sd/- Chairman,
Naihati Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
RE-TENDER
Tender No:. KDHM/50/CON/2nd Call/24-25
E-Tender ID: 2025_MAD_824566_2
Categories of Work: Supply of Mini Cesspool cleaner. ast date of Submission of Tender **05.05.2025.** Details of notice can be seen at:
www.khardahmunicipality.in & https://wbtenders.gov.in
Sd/- **Chairman**
Khardah Municipality

NOTICE INVITING TENDER
e-Tenders are invited by the D.P.O., WBCADC Ranaghat-II Project against **NIT No.: 01/2025-26 Dated: 22.04.2025** for Supply, fitting and fixing of electrical items in "New Training Centre" including electrical wiring at WBCADC Ranaghat-II Project Premises [Amounting to Rs. 5,23,587.00]. Last date of submission of tender paper: **08.05.2025 up to 4.30 p.m.** For details please contact the office or visit the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Deputy Project Officer
WBCADC Ranaghat-II Project

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 09/ E.O. Kh-II/ 2025-26, Date: 23.04.2025. (Tender ID: 2025_ ZPHD_838140_1 to 4),** for 4 Nos. Submersible Pump. Last date of bids ends on **03.05.2025 up to 11:00 AM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

e-Tender Notice
N.I.e-T. No.: 02/2025-26 /15th F.C. (3rd Call) vide Memo No.: 202/Bh-I P.S., dated 22/04/2025, N.I.e-T. No. : 03/2025-26 / 5th S.F. C.(2nd Call) vide Memo No.: 203/Bh-I P.S., dated 23/04/2025 and N.I.e-T. No.: 04/2025-26/15th F.C (4th Call) vide Memo No.: 208/Bh-I P.S. dated 24/04/2025 has been published. Details of N.I.e-T will be available at the website
http://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer, Bharatpur-I, Murshidabad

BASULDANGA GRAM PANCHAYAT
DIAMOND HARBOUR-I BLOCK
DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS
Memo No.2169/BGP **Date. 24/04/2025**
On behalf of **Basuldanga Gram Panchayat** of Diamond Harbour I block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 2168 /BGP UNTIED 1** Nos Scheme under 15th CFC of Basuldanga Gram panchayat Dated **21/04/2025.** Details are available in the website **wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Basuldanga Gram Panchayat

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি-হাওড়া পৌর নিগম অধীনে ১ টি (এক) কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স এবং সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিকতম তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ২২.০৪.২০২৫ সন্ধ্যে ৬ টা থেকে।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১৩.০৫.২০২৫ সন্ধ্যে ৬ টা পর্যন্ত।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
১৯(৩)/২৫-২৬
২৪.৪.২৫
সেক্রেটারি
হাওড়া পৌর নিগম

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা** নিম্নলিখিত কাজের জন্য **ই-টেন্ডার** আহ্বান করছেনঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নোয়াপাড়া, টালিগঞ্জ, কবি সুভাষ, টিএসএমএইচ ও জোকা-তারাতলাতে চার বছরের জন্য সোলার পিভি প্ল্যান্টের এককালীন মেরামতি ও সকল খুচরো যন্ত্রাংশ সহ সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,১২,৮৫,০১৭.৭১ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে. এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ** **https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নং ঃ ইএলএম১২৮আর_এসওএলএআরএএমসি_ডি১২-৪-২৫
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

OFFICE OF THE
MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: mukundabaghgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (NIeT) **No: 07/MGP/15th FC/2024-25, 08/MGP/15th FC/2024-25, 09/MGP/15th FC/2024-25 Dated: 21-04-2025.**
The last date for online submission of tender accordingly is **06-05-2025 (Thursday), 02-05- 2025 (Friday), 03-05-2025 (Saturday) up to 14:00 Hours.** For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Jayanti Mahato
(Prodhan, Mukundabagh GP)

OFFICE OF THE
PATIKABARI GRAM PANCHAYAT
P.O : PATIKABARI, NOWDA BLOCK
MURSHIDABAD * WEST BENGAL * 742121
The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **2/PGP/15th FC/2025-26 (Tender ID: 2025_ZPHD_838697_1 TO 4)** for Construction of 2 nos.of Solar Water Treat ment plant & 2 nos. of cover drain Bid submission start date (online) **25/04/2025 from 10-00 a.m.** Bid submission closing date (online) **02/05/2025 upto 3-50 p.m** Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from **"http://wbtenders.gov.in"**
Sd/- Pradhan
Patikabari Gram Panchayat,
Nowda, Murshidabad

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

শুক্রবার • ২৫ এপ্রিল ২০২৫ • পেজ ৮

শিকড়ের সাথে জুড়ে থাকার আবেগঘন গল্পের বাংলা ছবি

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

প্রখ্যাত প্রতিভাবান চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে পছন্দের নস্টালজিক নায়িকা চরিত্র শর্মিলা ঠাকুর। অপুর সংসার, দেবী, অরণ্যের দিনরাত্রি, সীমাবদ্ধ, নায়ক প্রভৃতি সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী সৃষ্টির অন্যতমা নায়িকা চরিত্র শর্মিলা ঠাকুর দীর্ঘ ১৪ বছরের সাময়িক অবসর ছেড়ে আবার পুরনোর গল্প কে নতুন ভাবে উপস্থাপন করেছেন, খ্যাতনামা পরিচালক সুমন ঘোষের নতুন বাংলা ছবি ‘পুরাতন’ এ। ১১ই এপ্রিল ২০২৫ ছবিটি মুক্তি পেয়েছে। স্ক্রিপ্ট নিয়ে বরাবরই বিচক্ষণ কিংবদন্তি নায়িকা, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের প্রযোজনায় এই ছবির স্ক্রিপ্ট পছন্দ করেছেন । ফলে দীর্ঘ ১৪ টি বছরের অবসানে আবার সিনেমা প্রেমী দর্শকবৃন্দের নস্টালজিক নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর এই নতুন বাংলা ছবি ‘পুরাতন’এর কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং দর্শক মহলকে যথারীতি আপ্লুত করেছেন তার অভিনয়ে শৈলিতে। ছবিতে মায়ের ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর এবং মেয়ের ভূমিকায় প্রযোজক অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত অভিনয় করেছেন। বিশিষ্ট বর্ষিয়ান অভিনেত্রীর যোগ্য সঙ্গতে নিজের অভিনয় শৈলীর যথাযথ প্রয়োগ করেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। কালের অগ্রগতির চাকা ঘোরাতে গিয়ে বা যুগোপযোগী ট্রেন্ডে গা ভাসাতে গিয়ে, মনুষ্য সমাজের আমরা সকলেই নতুন বা নতুনত্বের পূজারী হিসেবে অবতীর্ণ হই। কিন্তু আমাদের এই সমাজে এখনো কিছু মানুষ রয়ে গেছেন, যারা পুরনো স্মৃতি, পুরনো সামগ্রী, পুরনো ঘটনাবলী, পুরনো ঐতিহ্য কে, আলিঙ্গন এবং অবলম্বন করেই বেঁচে থাকেন। এই সমস্ত কিছুই হয় তাদের বেঁচে থাকার পাথেয়। জীবনের কোন অবস্থাতেই তারা এই পুরাতন কে মুছে ফেলতে পারেনা বা চায় না। এই পুরাতন ছাড়া তাদের বেঁচে থাকা এক প্রকার অসম্ভব। ফেলে আসা পুরনো স্মৃতি, পুরনো সামগ্রী, অতীতের বিভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত পুরনো পলেস্তারা খসা, শ্যাওলা ধরা বাড়ির মধ্যেই তারা যেন স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পায় স্বস্তি বোধ করে। জানা-অজানা কত গল্প, কত স্মৃতি যেন লুকিয়ে থাকে পুরনো বাড়ির স্টোর রুমে বা সযত্নে রেখে দেওয়া পুরনো বাক্সের মধ্যে। জীবন বোধের এই বিশেষত্ব নিয়েই তৈরি হয়েছে ‘পুরাতন’ নামের নতুন বাংলা ছবিটি। বৃদ্ধা শর্মিলা ঠাকুরের মেয়ে ঋতিকার (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) হাসবেন্ড রাজীবের চরিত্রে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তের অভিনয় সফল এবং যথেষ্ট সাবলীল। এই ছবিতে তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশের বন্যপ্রাণীদের ফটোগ্রাফার এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘বসু পরিবার’এর মতো এই ছবিটিও পরিচালক সুমন ঘোষ যথেষ্ট পারদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার সাথে তৈরি করেছেন। এ ছবির প্রত্যেকটি দর্শক সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে মনের মধ্যে একটি আবেশে নিমজ্জিত থাকবেন,বা তাদের নিজ নিজ ফেলে আসা দিনগুলিকে নিয়ে অবশ্যই নস্টালজিক থাকবেন। মূলত মা এবং মেয়ের সম্পর্ক, তাদের বন্ডিং, পুরনো স্মৃতি, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক, সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, সংশয় ইত্যাদি-ই এই ছবির কাহিনীর মূল রসদ।

বিশিষ্ট বর্ষিয়ান অভিনেত্রীর যোগ্য সঙ্গতে নিজের অভিনয় শৈলীর যথাযথ প্রয়োগ করেছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। কালের অগ্রগতির চাকা ঘোরাতে গিয়ে বা যুগোপযোগী ট্রেন্ডে গা ভাসাতে গিয়ে, মনুষ্য সমাজের আমরা সকলেই নতুন বা নতুনত্বের পূজারী হিসেবে অবতীর্ণ হই। কিন্তু আমাদের এই সমাজে এখনো কিছু মানুষ রয়ে গেছেন, যারা পুরনো স্মৃতি, পুরনো সামগ্রী, পুরনো ঘটনাবলী, পুরনো ঐতিহ্য কে, আলিঙ্গন এবং অবলম্বন করেই বেঁচে থাকেন। এই সমস্ত কিছুই হয় তাদের বেঁচে থাকার পাথেয়। জীবনের কোন অবস্থাতেই তারা এই পুরাতন কে মুছে ফেলতে পারেনা বা চায় না। এই পুরাতন ছাড়া তাদের বেঁচে থাকা এক প্রকার অসম্ভব। ফেলে আসা পুরনো স্মৃতি, পুরনো সামগ্রী, অতীতের বিভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত পুরনো পলেস্তারা খসা, শ্যাওলা ধরা বাড়ির মধ্যেই তারা যেন স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পায় স্বস্তি বোধ করে।

মানুষের জীবনের খুব ছোট ছোট সাধারণ ঘটনা, ফেলে আসা পুরনো স্মৃতি,আবেগ, অভিব্যক্তি নিয়ে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ একটি চিত্রনাট্য তৈরি করেছেন পরিচালক সুমন ঘোষ। বলাই বাহুল্য এই চিত্রনাট্য শর্মিলা ঠাকুরের মত কিংবদন্তি অভিনেত্রী পছন্দ করেছেন, এবং দীর্ঘ ১৪ বছর পর আবার বাংলা সিনেমায় ফিরে আসায় সম্মত হয়েছেন। অতীতের দৃশ্যপট এবং বর্তমানের দৃশ্যপটের অসাধারণ মিশেল দর্শকবৃন্দকে আপ্লুত করবে। অতীতের সাথে বর্তমানের দৃশ্যপটের, সময়কালের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য অসাধারণভাবে চিত্রায়িত করেছেন পরিচালক সুমন ঘোষ আর এখানেই তার মুন্সিয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। কর্মসূত্রে মেয়ে ঋতিকা বৃদ্ধা মায়ের থেকে দূরে থাকেন।

মায়ের জন্মদিন উপলক্ষে মায়ের বাড়িতে স্বামীর সঙ্গে আসা কয়েকটি দিন কে উপলক্ষ করেই কাহিনীটি আবর্তিত হয়েছে। স্মৃতি বিভ্রমের রোগে আক্রান্ত বৃদ্ধা মাকে আবিষ্কার করেন মেয়ে ঋতিকা। বৃদ্ধা মায়ের শুশ্রুষা, মায়ের অজানা অতীতের গল্প, স্বামী রাজীবের সঙ্গে বর্তমান সম্পর্কের টানা পোড়েন, আশা-হতাশা, সংশয়, মানসিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নিয়ে বোনা গল্পটি অবশ্যই দর্শকদের মনে দাগ কাটবে। পরিচালকের চিত্রনাট্যের উপর বিশ্বাস রেখে প্রত্যেকটি চরিত্র নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়ে অভিনয় করেছেন এ ছবিতে। পরিচারিকার চরিত্রটিও অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছেন। বৃষ্টি রায় নামের এই অভিনেত্রী অভিনয়ের মাধ্যমে তার জাত চিনিয়েছে।গঙ্গার গা ঘেঁষা শ্যাওলা ধরা পুরনো অট্টালিকা, কলকাতার পুরনো ঐতিহ্যকে অনেকাংশে নস্টালজিক রূপে প্রকাশ করেছে। ছবিতে ব্যবহৃত গানগুলি ও খুব শ্রুতি মধুর। রবি কিরনের অসাধারণ সিনেমাটোগ্রাফি এই ছবিকে প্রাণবন্ত এবং সাবলীল করে তুলেছে। এডিটিং এর কাজও যথেষ্ট পারদর্শিতা এবং নৈপুণ্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে। শিকড় এর সাথে অবিচ্ছেদ্য থেকে যাওয়ার গল্প নিয়ে তৈরি আবেগপ্রবণ এই বাংলা সিনেমাটি, ওয়াশিংটনের সাউথ এশিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব এবং ২০২৪ এর মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত এবং সমাদৃত হয়েছে। বিনোদন সমৃদ্ধ, অ্যাকশন ধর্মী ছবির পাশাপাশি,ক্ষ্মপুরাতনক্ষ্মএর মত ভালো মানের বাংলা সিনেমার আরো বেশি বেশি তৈরি হওয়া প্রয়োজন, বাংলা সিনেমার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য।

ছোটপর্দায় নতুন রূপে অপরাজিতা আঢ্য !

বাংলায় নতুন বছরকে বরণ করে নিতে দেখা যায় বাংলা চ্যানেলগুলোকেও।

এ বছরও তার অন্যথা হয়নি। সান বাংলার বর্ষবরণ বেশ অভিনবভাবেই হতে চলেছে। নতুন বছরকে নতুন রূপে তুলে ধরার চেষ্টায় রয়েছে কলাকুশলীরা।

সান বাংলার ‘নতুন রূপে নতুন বছর’-এর বিশেষ চমক হাসিপিসি এবং তার খুদে দলবলের সঙ্গে কুখ্যাত গুন্ডা নকুল দানার টানাপোড়েন। হাসিপিসি খুদেদের নিয়ে পাড়ার মাঠে প্রত্যেক বছর

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে। পাড়ার সবাই সপরিবারে সেই অনুষ্ঠান দেখতে আসে। কিন্তু এই বছর সেই অনুষ্ঠানে বাঁধা দিচ্ছে কুখ্যাত গুন্ডা নকুলদানা। সে ওই মাঠ দখল করার চেষ্টা করছে।

হাসিপিসির তত্ত্বাবধানে খুদেরা তাই নকুলদানার প্ল্যান ভেস্তে দিতে একজোট হয়েছে। ‘হাসিপিসি’র ভূমিকায় থাকছেন অপরাজিতা আঢ্য। অন্যদিকে, ‘নকুলদানা’র ভূমিকায় সুমিত গাঙ্গুলি। হাসিপিসির খুদেরা কি পারবে নকুলদানার প্ল্যান ভেস্তে মাঠে নতুন বছরের অনুষ্ঠান করতে?

’নতুন রূপে নতুন বছর’-এ এই টানটান উত্তেজনার সঙ্গে সান বাংলার পর্দায় থাকছেন নচিকেতা চক্রবর্তী, শোভন গাঙ্গুলি, আকৃতি কক্কর, জোজোর মতো শিল্পীদের মন মাতানো গান।সঙ্গে থাকছে দীপান্বিতা রক্ষিত এবং শ্রুতি দাসের চোখ ধাঁধানো নাচ।

২৭ এপ্রিল এই অনুষ্ঠানের বিশেষ চমক হিসাবে থাকছে সান বাংলার হিট জুটিদের পারফরম্যান্স।

‘আকাশ কুসুম’-এর ‘ডালি-রক্তিম’, ‘ভিডিও বৌমা’র ‘আকাশ-মাটি’ এবং ‘পুতুল টিটিপি’র ‘ময়ূখ-পুতুল’দের দেখা যাবে এদিন একেবারে ভিন্ন অবতারে।